সুশীলাসুন্দরী।

(গোয়েন্দার গল্প।)

মূল্য ৸০ বার আনা।

সুশীলা-সুন্দরী।

(গোয়েন্দার গল্প)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা ;—১১০ নং গরাণহাটা অপার চিৎপুর রোড,

ভিক্টোরিয়া পুস্তকালয় হইতে

শ্রীশ্যামলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ;

সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য—।৷০ আনা।

১৫ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

"নিউ ভিক্টোরিয়া প্রেস" হইতে

শ্রীভূপতি চরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

সুশীলা-সুন্দরী।

(গোয়েন্দার গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সুশীলার পরিচয়।

সুশীলা সত্যই সুন্দরী, সেই জন্য যে নাম সুশীলা-সুন্দরী তা নয়; তবে নাম রাখিতে হয় বলিয়া রাখা। সুধু সুন্দরী নয়—সুশিক্ষিতা—ও সৎস্বভাবান্বিতা, তায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। সুশীলা পিতার একমাত্র কন্যা, সুতরাং বড় আদরের। আদরের বলিয়াই যেন সৎস্বভাববিহীন অশান্ত বেয়াদব ছেলের কথা মনে আসে, কিন্তু সুশীলা পিতার আদরের হইয়াও তাহা নয়। পিতার কর্ত্তব্য সন্তানকে লালন-পালন করা এবং উপযুক্ত রূপে লেখা-পড়া শেখান। যিনি তাহা করেন, তিনি উপযুক্ত পিতা। কিন্তু সুশীলার পিতার ধারণা অন্যরূপ ছিল, তিনি ভাবিতেন সৎশিক্ষা দেওয়া এবং সচ্চরিত্র গঠনই পিতার প্রধান কার্য্য। কোনটা ঠিক তাহা পাঠক জানেন!

আজকাল পিতা পিতামহের পরিচয়ে লোকে আপনার পরিচয় দেয়, পরের দোহাই দিয়া আপনাকে ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু সুশীলার পিতার সে ভাব ছিল না. তিনি আপনি কিসে ভদ্রলোক হইবার যোগ্য হইবেন তাহারই চেষ্টা পাইতেন। সুশীলা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে চিরানুরাগিণী; তিনি সৌন্দর্য্যে গোলাপকে পরাজয় করিলেও বিনয়নম্রতার লজ্জাবতী লতাকেও লজ্জা দেন।

সুশীলা যখন ৩ বৎসরের তখন হইতে মাতৃহীনা, তাই ত্রয়োদশটী বৎসর পিতার স্নেহযত্ন ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু এ সুখও তাঁহাকে দীর্ঘকাল উপভোগ করিতে হয় নাই, তাঁহার সংসারসহায় ও একমাত্র অবলম্বন পিতৃদেব আজ তিনমাস হইল তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন।

পিতা ১২৫৲ পেন্সন পাইতেন, সে আয় বন্ধ হইয়াছে সুতরাং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই। তিনি কেবলমাত্র ভদ্রাসন বাটী ও ২৫০০০৲ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে ত চলে না।

শচীন্দ্রনাথ তাঁহার সহাধ্যায়ী। সুশীলার পিতা শচীন্দ্রনাথকে সোণার চক্ষে দেখিতেন, সেই জন্য শচীন্দ্র প্রায়ই তাঁহার বাটীতে যাইতেন। শচীন্দ্রের যেমন স্বভাব, তেমনই সুন্দর মুখশ্রী; বর্ণ স্বর্ণোজ্জ্বল, বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর। সুশীলা শচীন্দ্রকে বড়ই স্নেহযত্ন করিতেন। শচীন্দ্রের পিতা কমিসেরিয়েটে কাজ করিতেন, তাঁহার বাস শিবপুরে। সামান্য বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া তিনি গিউটিনির বৎসর মারা যান। লোকে বলিত তাঁহার

অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, কিন্তু তিনি সে সমস্ত যে কোথায় রাখিয়া যান, তাহার কোন ঠিকানা হয় না। শচীন্দ্রের মাতা স্বামীশোক সহ্য করিতে পারেন নাই, স্বামীর মৃত্যুর তিনমাস পরই তিনি তাঁহা অপ্গমন করেন; তখন শচীন্দ্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র।

শচীন্দ্রের একটী জ্ঞাতি খুড়া আছেন, তাঁহার নাম রামসদয়। লোকে তাঁহাকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তাঁহারই আশ্রয়ে, তাঁহারই যত্নে শচীন্দ্রনাথ প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ে মেডিকেল কলেজের ৩য় শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন।

শচীন্দ্রনাথের মাসিক আয় ৫০।৬০ টাকা মাত্র, তাহাতে নিজের সমস্ত খরচ পত্র চালাইয়া সুশীলার খরচ চালান, এমন অবস্থা নয়। কিন্তু অবস্থা না হইলেও মনের আকিঞ্চন তাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সুশীলা ও শচীন্দ্রনাথ।

প্রাণের আকিঞ্চন থাকিলে কতকটা সফলতাও হয়। শচীন্দ্রনাথ সুশীলাকে মাসে ৪০৲ টাকা দেন। কোথা হইতে দেন তাহা ভাবিবার কথা। আয়ে কুলায় না, তাই যাহা কুলায় না, তাহা কাকার কাছে ধার করেন! কাকার দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও জগত্যা দেন।

সুশীলার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে শচীন্দ্রনাথের সহিত সুশীলার বিবাহ দেন, মৃত্যুকালে সুশীলাকে বলেন "যদি পার, শচীন্দ্রনাথকে বিবাহ করিও" কিন্তু শচীন্দ্রনাথকে কোন কথা বলিতে সাহস পান নাই। হিন্দু উভয়েই—কিন্তু সুশীলার পিতার চাল্-চলন সাহেবী ধরণের ছিল। শচীন্দ্রনাথ কি এমন ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিবেন?

শচীন্দ্রনাথ সুপুরুষ যুবা—সুশীলা যুবতী, তায় সুন্দরী। সেই সুন্দর মুখ, সেই সুটানা জ্যোতিঃ পূর্ণচক্ষু, সেই উন্নত নাসিকা, সেই পারুলরাগ-রঞ্জিত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ, সেই চন্দ্রকিরণে সূর্য্য-রশ্মিমাখান সমুজ্জ্বল বর্ণ, সেই অলক শোভিতা কুণ্ডলীকৃত সুকৃষ্ণ কেশদাম, সেই পূর্ণায়ত বক্ষভাব, সেই সুন্দর সুগঠিত গঠন পরিপাঠ্য, যাহা দেখিতে নয়ন পলকহীন হইয়া পড়ে তাহাকে ভালবাসা, তাহার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হওয়া শচীন্দ্রের পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং বলা বাহুল্য যে পূর্ব্ব হইতেই উভয়ের অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কোন কথা মুখ ফুটিয়া

বলিতে পারেন নাই। এখনও মুখ ফুটিয়া বলিবার সময় না হইলেও মুখ ফুটিয়াছে। সুশীলা নীরব, কিন্তু সেই নীরবতাই কত কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজকাল উন্নতিশীলেরা প্রাণের ভালবাসার নূতন ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রভাবে এ ভালবাসাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায় কি? তাঁহারা বলেন অনুরাগ স্রোতের জল, আজ একূলে, কাল ওকূলে স্থির রাখা যায় না। আজ তোমায় ভালবাসি কেননা আমি তোমার রূপ-গুণের পক্ষপাতী, কিন্তু সে রূপ-গুণ কি পরাজিত হয় না? যদি হয় তখন আমার মনের দোষ দিও না। কেহ বলেন এ অস্থির চিত্তের কথা, আবার কেহ বলেন সংসারযাত্রার জন্য বড় বেশী ভালবাসার আবশ্যক হয় না। মনকে আকাশব্যাপী প্রশস্ত করিয়া ভালবাসা পাখীকে শূন্যে ছাড়িয়া দিতে হয় না। সে আশে পাশে জলভরা মেঘ পাইয়া ফটিক-জলের জন্য উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে না। কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ে ভালবাসার ঐ সকল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভাল লাগে না। শচীন্দ্র সুশীলার সে জ্ঞান আছে, তাই হয় ত তাহারা কাঁচকে হীরা বলিয়া ভাবিতে পারিবে। আর যে তাহা পারে তাহাকে আকাঙ্খার তাড়নায় দগ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয় না।

শচীন্দ্রনাথের বুল্লতাতের কিন্তু এ বিবাহে মত ছিল না। মত না থাকিলেও শচীন্দ্রনাথের নির্ব্বন্ধাতিশয্য তিনি একপ্রকার রক্ষিই হইয়াছেন। তাই সব ঠিক ঠাক। চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই বিবাহ হইবে।

শচীন্দ্রনাথের বাটীটিও ছোট হইলেও নূতন ধরণের। সম্মুখে

একটী পুষ্করিণী আর তার চতুর্দ্দিকে বাগান। আন্দাজি জমি এক বিঘা। আজ অনেক দিনের পর সেই বাটীটি মেরামত হইয়াছে। জানালা দরজায় রং পড়িয়াছে। ঘরের মধ্যে ভাল ভাল ছবি টাঙ্গান হইয়াছে। সুশীলার আড়াই হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ভাঙ্গাইয়া এই সব হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

যুবক-যুবতী।

শচীন্দ্রনাথ একদিন একখানি গাড়ী করিয়া সুশীলাকে শিবপুরের বাটী দেখাইতে লইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুশীলা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "বাঃ বেশ পেণ্টিং হইয়াছে।"

শচীন্দ্র। তুমি যা চাও, তা না করিয়া কি থাকিতে পারি।

ক্রমে এঘর ওঘর ঘুরিয়া উপরে উঠিলেন। সম্মুখে একখানি মোহিনীর ছবি টাঙ্গান ছিল, বলিলেন "ছবি রাখিয়াছ, দোল্না কই?"

শচীন্দ্র হাসিয়া পার্শ্বের দিকে যাইয়া দোল্না দেখাইলেন।

সুশীলা। বেশ, আমরা দুজনে দুল্বো। নিরিবিলিতে টাঙ্গান হয়েছে, কেউ দেখতে পাবে না।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সুশীলার একখানি সুন্দর তৈলচিত্র রহিয়াছে, অবাক্ হইয়া বলিলেন "এ কি!"

শচীন্দ্র। এটী আমার!

সুশীলা। তবে আমারটী কই?

শচীন্দ্র। সেটী সঙ্গীবে সাজিতে হইবে।

সুশীলা। এটা স্বার্থপরতা। তুমি যখন কলেজে যাবে আমি কার কাছে বসে থাক্বো।

শচীন্দ্র। তার উপায় হবে।

সুশীলা। ত আমি শুন্‌বো না, তোমার অয়েল পেণ্টিং না হলে আমি এখানে আস্‌বো না।

শচীন্দ্র। তবে এ ঘরে এস।

সুশীলা কক্ষান্তরে যাইয়া দেখিলেন—শচীন্দ্রের তৈলচিত্র। তিনি একমুখ হাসিয়া সেখানি দেখিতে লাগিলেন. আর মধ্যে মধ্যে শচীন্দ্রর মুখের দিকে চাহিয়া সৌসাদৃশ্য মিলাইতে লাগিলেন। তখন শচীন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন "এখন বল দেখি আমি ভাল কি আমার ছবি ভাল?"

সুশীলা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "ছবি ঠিক হয় নি।"

শচীন্দ্র। কেন?

সুশীলা। তোমার প্রাণের ভালবাসা ছবিতে প্রকাশ পায় না।

শচীন্দ্র এইবার সোহাগভরে সুশীলার চিবুকে হস্ত দিয়া সেই হাসিভরা মুখখানিকে আপনার বুকে টানিয়া আনিলেন। আবদ্ধ-বেণী সংযুক্ত মুখখানি শৈবালদামে পদ্মফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলে "ঈশ্বর তোমার মহিমা অপার. কি ভালবাসাই সৃজন করিয়াছ. কি সম্মোহন মন্ত্রবলে সংসারকে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গের বিমল আলোকের আংশিক বিকাশ করিতেছ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— :*: ——

আশার শেষ।

উভয়ে নীচে আসিয়া ফুলবাগান দেখিতে লাগিলেন। কত রকমের কত ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। ফুল গাছের ভাবনা নাই, স্থান থাকিলে পুঁতিবারও ভাবনা নাই, কিন্তু সেগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া পোতা কিছু কষ্টকর। শচীন্দ্রনাথের যে সে ক্ষমতা ছিল, সুশীলা তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। আর বুঝিয়া মনে মনে বড়ই প্রীতি হইলেন।

তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতেছেন, এমন সময় নিখিলনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিখিলনাথ শচীন্দ্রের জ্ঞাতি-ভ্রাতা, খুব নিকট সম্বন্ধ। তিনি কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য করেন। তিনিই শচীন্দ্রের বাটী মেরামত করিয়াছেন বাগানটী শচীন্দ্রের উপদেশ মত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ নিখিল নাথ এত যত্ন—এত কষ্ট স্বীকার না করিলে শচীন্দ্রনাথের পক্ষে সমস্ত করিয়া উঠা ভার হইত।

রামসদয় কর্ত্তা বটেন, কিন্তু তাঁহার দেখিবার সময় অল্প; তিনি বিষয়ী লোক, নিজের বিষয় কর্ম্ম দেখিতেই অনেক সময় কাটিয়া যায়, তাই সমস্ত ভার নিখিলনাথের উপর অর্পিত হইয়াছিল।

শচীন্দ্র নিখিলনাথকে বলিলেন "ভায়া, তুমি না থাকিলে আমার বাটীটি মেরামত হইত না। তোমার নিকট আমি বিশেষ উপকৃত।"

নিখিল। ও কি কথা দাদা, আমার কর্ত্তব্য কাজই করিয়াছি।

শচীন্দ্র। তোমার পাওনা কত?

নিখিল। বেশী নয়, বোধ হয় পাঁচ শ' টাকার কিছু উপর।

শচীন্দ্র। যাই হোক দাদা, হিসাবটী করিয়া রাখিও, আমি আগামী রবিবারে বেলা ৯।১০ টার মধ্যে এখানে আসিয়া টাকাগুলি মিটাইয়া দিব।

শচীন্দ্র। আমিও বোধ হয় বেলা ৯টা ১০টার মধ্যে আসিব।

নিখিল। তাই হবে আমি সকালই আসিব। তা আজ এখনই, যাবে কেন, বৌদিদি আমাদের বাড়ী কি একবার যাবেন না।

শচীন্দ্র। না এখন নয়, বিবাহটা আগে হয়েযাক। ওর এখন কোথাও যেতে বড় লজ্জা করে।

নিখিল। লজ্জা আবার কি।

শচীন্দ্র। তা আমি জানিনা। ওঁর অনুরোধেই কাকেও কিছু না বলে গোপনভাবে গোপনভাবে আসা।

নিখিল। আমি ত জান্‌লাম।

শচীন্দ্র। তুমি না হয় জান্‌লে কিন্তু কাকা যেন না শোনেন।

এই বলিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে নিখিলনাথ অনেকক্ষণ তাঁহাদের গমনশীল গাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রবিবার শচীন্দ্রনাথ আবার আসিয়া উপস্থিত। এবার আর সঙ্গে কেহ নাই, একাই আসিয়াছেন। প্রাণীর মেরামত সামান্য বাকী ছিল, দেখিলেন সে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ ১৫ই ফাল্গুন—২৫শে বিবাহ, আর দশটী দিন মাত্র বাকী। এই দশটী দিনের পরে —সুশীলা,—তাঁহার জীবনের ধ্রুব তারা—তাঁহার সহিত অভিন্ন-অচ্ছিন্ন স্নেহবন্ধনে চির দিনের জন্য আবদ্ধা হইবেন। সে সুখস্মৃতির কল্পনা কি মধুর —কি চিত্তবিনোদন!

শচীন্দ্রনাথ দেখিলেন তখনও নিখিলনাথ আসেন নাই, তাই তিনি বাটীর দ্বিতলে উঠিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র স্বর্গীয় পিতা মাতার ছবি হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল, মনে মনে বলিলেন "হায় মা কোথায় তুমি, আমি যে তোমার চির-সেবিকা দাসী আনিতেছি, কিন্তু কাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিব মা!"

সেই বিশাল চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে জানিনা কোথা হইতে পিস্তলের শব্দ হইল, ক্রমান্বয় দুইটী!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শচীন্দ্রনাথের হত্যা।

পিস্তলের শব্দ পাড়া প্রতিবেশীদের কাণে গেল। ঠিক যেন শচীন্দ্রের গৃহের দিক হইতে শব্দ আসিল। তখন বেলা প্রায় দশটা।

শচীন্দ্রের বাটীর দক্ষিণে তাঁহার কাকা রামসদয় বাবুর বাটী। তিনি জানালা খুলিয়া বলিলেন "কিসের শব্দ!"

শচীন্দ্রনাথের বাটীর গেটের পার্শ্বে নিখিলনাথ দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "কিছু ত বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিলাম দাদা ভিতরে আছেন, কিন্তু ফটক বন্ধ কেন?

"সে কি?" বলিয়া রামসদয় বাবু ছুটিয়া আসিলেন। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ফটক খুলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা দুইজনে বাটীর মধ্যে গেলেন। দরজার নিকট যাইয়াই রামসদয় বাবু "শচীন্" "শচীন্" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন, কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন নীচেরকার ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিলেন, উঠিয়াই যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি ধরাশায়ী হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। পাড়ার লোকও এই সময় আসিয়া জুটিল, কেহ থানায় গেল, কেহ বা ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

থানা অতি নিকট, সুতরাং ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই দারোগা বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন, তিনি দেখিলেন উপরের

একটীঘরের কার্পেটের উপর শচীন্দ্রনাথ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। রুধীর ধারায় বস্ত্রাদি সিক্ত।

দারোগা বাবু নবীন যুবক, তিনি আবার শচীন্দ্রের সহাধ্যায়ী, সুতরাং শচীন্দ্রের শোকে তিনিও অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ ক্রন্দনের তাঁহার সময় ছিল না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে শোক দমন করিয়া চক্ষু মুছিতে হইল। এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামসদয় বাবু বলিয়া উঠিলেন "দেখুন মশায়, যদি কোন রকমে বাঁচান যায়। আপনাকে আমি হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

ডাক্তার বাবু একবার শচীন্দ্রকে স্পর্শ করিয়াই বলিলেন "আর চেষ্টা বৃথা, প্রাণ অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছে।"

রামসদয় বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ হলো, এমন কাজ কে কর্‌লে?"

দারোগা। শচীন্দ্রর কাহারও সহিত সক্রতা ছিল কি?

রাম। বিন্দুমাত্রও না, অমন ছেলে কি হয়। বৌমার গহনা গড়াবার জন্য এই মাত্র আমি হাজার টাকার নোট দিয়াছি। ও কি তা নিতে চায়। সেই টাকার জন্যই বা কেউ খুন কর্‌লে?

দারোগা বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ডাক্তার বাবুকে বলিলেন "দেখুন দেখি কোন স্থানে গুলি লাগিলাছে।"

ডাক্তার বাবু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন একটী পিঠে আর একটী ব্রহ্মরন্ধে। প্রথম গুলি খাইয়াই উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলেন. তাহার উপর আবার মাথায় গুলি করিয়াছে।"

দারোগা বাবু সমস্ত লিখিয়া লইলেন, দেখিলেন হাজার

দারোগা বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ডাক্তার বাবুকে বলিলেন "দেখুন দেখি কোন্ স্থানে গুলি লাগিয়াছে ?"

টাকার একখানি নোট পকেটের নীচে পড়িয়া আছে, আর বুক পকেটে খুচ্‌রা নোট ৫০০৲ টাকার রহিয়াছে। লাস মায়না করিয়া দারোগা বাবু তন্ন তন্ন করিয়া ঘরগুলি ও বাগানের চতুর্দ্দিক দেখিলেন।

তিনি প্রথমে নিখিলনাথের এজাহার লইলেন। তাহা এইরূপ :—"বিগত বুধবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শচীন্দ্রনাথ সুশীলাসুন্দরী সহ এইখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে সুশীলার দরোয়ান ছিল।

সেদিন শচীন্দ্রনাথ বলিয়া গেলেন, রবিবার ৯টা ১০টার সময় তিনি আবার আসিবেন, আসিয়া আমার পাওনা আন্দাইজ ৫০০৲ টাকা দিয়া যাইবেন। সেই জন্য আমি আসিয়াছিলাম। আসিয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ। তাই এদিক ওদিক দেখিতেছি এমন সময় পিস্তলের শব্দ হইল।

দারোগা। আপনি যে সময় ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া, তখন পথ দিয়া কি কেহ যাইতেছিল?

নিখিল। তত লক্ষ্য করি নাই।

দারোগা। আপনি কি করিয়া জানিলেন গৃহমধ্যে শচীন্দ্র বাবু আছেন?

নিখিল। প্রথমতঃ দরজা ভিতর দিয়া বন্ধ ছিল, তাহার পর আমি যখন বাটী হইতে আসি, তখন যে নৌকায় তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহারই মাঝি আমায় বলিল "শচীন বাবু আসিয়াছেন, আপনি যান, আপনাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিয়া দিয়াছেন।"

দারোগা। আপনি ফটক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন কি ?

নিখিল। না। আমি আসিবার অতি অল্প সময় মধ্যেই পিস্তলের শব্দ হয়।

তাহার পর দারোগা লাবু রামসদয় বাবুকে বলিলেন "আপনি কি জানেন ?"

রাম। আমি বন্দুকের শব্দ শুনিয়া প্রথমে কিছু বুঝিতে পারি নাই, তাহার পর আবার শব্দ হওয়ায় ভীত হই মনে হইল যেন শচীনের বাটীর দিক হইতে শব্দ হইল, তাই জানালা খুলিয়া দেখিলাম—দেখি, নিখিল ফটকে দাঁড়াইয়া। নিখিল "শচীন্দ্র আসিয়াছে এবং বাটীর মধ্য হইতে শব্দ হইল" বলায় তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসি।

দারোগা। প্রথম আওয়াজের কতক্ষণ পরে দ্বিতীয় আওয়াজ হয় ?

রাম। বোধ হয় এক মিনিট পরে।

দারোগা। তাহার কতক্ষণ পরে আপনি জানালা খোলেন ?

রাম। আন্দাজ দুই এক মিনিট পরে।

দারোগা। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আপনি ভয় পাইলেন কেন ?

রাম। সহসা বন্দুকের শব্দ শুনিলে ভয় হয় না ?

দারোগা। লোকে পাখী মারিতেও বন্দুক ছুড়ে।

রাম। যাহাই হউক, আমার কিন্তু ভয় হইয়াছিল।

দারোগা। শচীন বাবুর ওয়ারীস কে ?

রাম। নিখিলনাথ।

দারোগা। শচীন্দ্রের বিষয় কত টাকার?

রাম। সামান্য—বোধ হয় ১০।১৫ হাজার টাকার হইবে। তবে—

দারোগা। বলুন।

রাম। শুনিয়াছিলাম, তাহার পিতার কোথাকার ব্যাঙ্কে অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ জমা আছে, শচীন্দ্র এই ভাবের সংবাদ পাইয়াছিল।

দারোগা। কিছু ঠিক হইয়াছি কি?

রাম। আমি তাহা জানি না।

দারোগা। আর কেহ এ সংবাদ জানে?

রাম। তাহাও বলিতে পারি না।

দারোগা। আপনি কাঁহার নিকট এ সংবাদ পাইয়াছিলেন!

রাম। শচীন্দ্রনাথের নিকট।

দারোগা। সে আজ কত দিনের কথা?

রাম। প্রায় দুই তিন মাসের।

দারোগা। কয় দিন এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল!

রাম। একদিন মাত্র।

দারোগা। শচীন্দ্রের এ সংবাদ গোপন করিবার কারণ কি?

রাম। সত্যাসত্য বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় কাঁহাকেও কিছু বলে নাই।

দারোগা। আপনি কোম্পানির কাগজের কথা শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন?

রাম। আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম।

দারোগা। বাবু আর কোন কথা না বলিয়া বিষণ্ণচিত্তে সেদিনের মত বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—— :•: ——

দারোগার কর্ত্তব্যতা।

দারোগা বাবু, কর্ম্মনিষ্ঠ, সুতরাং তিনি আদালত হইতে সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট লইয়া শচীন্দ্রের কাকার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া বলিলেন মার্জ্জনা করিবেন, আপনার বাটিটী একবার আমার ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।"

'আমার কোন আপত্তি নাই।"

'-আমারও সেই আশা।"

স্ত্রীলোকদিগকে সরাইয়া দিয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। এঘর ওঘর দেখিতে দেখিতে একটী রিভলভার দেখিতে পাওয়া গেল। তিনি সাগ্রহে সেটীকে লইয়া বলিলেন "এটী কার?"

রাম। আমার।

দারোগা। পাশ আছে?

রাম। আছে।

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশ দেখাইলেন।

দারোগা বাবু রিভল্‌ভারটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন "ইহার টোটা কোথায়।"

রাম। বোধ হয় ঐ বাক্সেই আছে।

দারোগা। বাক্সে ৩টী টোটা আছে। আর কৈ।

রাম। আর তবে নাই।

দারোগা। এটী কত দিন ছোঁড়া হয় নাই জানেন?

রাম। অনেক দিন হইবে। ছোঁড়ার ত আবশ্যকই হয় না।

দারোগা বাবু তখন বলিলেন "এটা কেমন কেমন কথা, পিস্তল যে ছোঁড়া হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। দুইটী চেম্বার হইতে আওয়াজ হইয়াছিল, এখনও বারুদের দাগ লাগা।"

বৃদ্ধের তালু শুকাইয়া গেল, বলিলেন, "সে কি মহাশয়?"

দারোগা আপনি নিজেই দেখিতে পারেন।

বৃদ্ধ জড়িতস্বরে বলিলেন "তবে কি আপনি সন্দেহ করেন যে—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দারোগা বাবু বলিলেন "কোন সন্দেহ করি না, কেবল কে পিস্তল ছুড়িয়াছিল, তাহা জানিবার বাসনা।"

রাম। আমি ত কিছু জানি না।

দারোগা। পাশ আপনার নামে, আর আপনি জানেন না যে কে পিস্তল ছোঁড়ে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা।

নিখিল বাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন "না বলিলে চলিবে কেন, একটা লোক খুন হইল, দুইটী আওয়াজ হইল, আর আপনার রিভল্‌ভারে দুইটী আওয়াজের দাগ, কথাটা যে কেমন কেমন বোধ হইবারই কথা।"

দারোগা বাবু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আর কোন কথা বলিলেন না। অন্যান্য বিষয় তদারক করিতে আরম্ভ করিলেন।

শচীন্দ্র বাবুর বাগানে যাইয়া প্রাচীরের চতুর্দ্দিক বেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। সদর দরজার নিকট মাটীর উপর জুতার দাগ

দেখা গেল। দরজা বন্ধ ছিল বলিয়া নিখিলনাথ সেই দিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দরজা খুলিয়াছিলেন, বোধ হয় এ সেই চিহ্ন। দারোগা বাবু দরজাটী ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন "দরজার উপরে এ হুক্‌টি কেন?"

রাম। তা ত বলিতে পারি না।

দারোগা। নিখিল বাবু সম্ভবতঃ জানেন!

নিখিল। আমিও বিশেষ লক্ষ্য করি নাই।

দারোগা। এ দরজাটি নূতন, অথচ এরূপ স্থলে হুক্ কেন? এ যেন বাহিরের দিক হইতে বন্ধ করিবার সুবিধার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল বাবু বলিলেন "তা হইতে পারে, শচীন্দ্র বাবু হয় ত মিস্ত্রীদের এরূপ করিতে বলিয়াছিলেন।,,

দারোগা বাবু আর কোন কথা কহিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

———:•:———

অভাগিনী সুশীলা।

এই ঘটনার পরদিন দারোগা বাবু, রামসদয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া শোকাতুরা সুশীলাসুন্দরীর বাটিতে উপস্থিত হইলেন। রামসদয় বাবুকে বাহিরে রাখিয়া তিনি সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সুশীলার আর সে শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সে লাবণ্য নাই। তেমন যে মুখ তাহা কেমন বিশ্রী হইয়াছে, তেমন যে চক্ষের ভাব তাহা কেমন তর হইয়াছে। গণ্ডের সে গোলাপী আভা আর নাই, মলিন হইয়াছে। সুশীলার শরীরে আর যেন বল নাই। পেশীর দৃঢ়তা নাই—শিরায় বুঝি শোণিত নাই।

সুশীলা অতি কষ্টে চক্ষের জল দমন করিয়া তাহাকে যত্ন-সহকারে বসাইলেন।

দারোগা বাবু বলিলেন "জানি না এ সময় আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়া কতদূর অন্যায় করিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে আসিতেই হইল। শচীন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে আপনার যত কষ্ট হইয়াছে, দুঃখ হইয়াছে, তত আর কাহারও না হইলেও অল্প বিস্তর দুঃখভোগ অনেককেই করিতে হইয়াছে। শচীন্দ্র বাবু আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন. সুধু সহধ্যায়ী নয়—প্রিয়বন্ধুও ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে দুঃখের অনেকটা অংশ আমাকেও লইতে হইয়াছে।"

দুঃখের ভাগ লইবার লোক পাইলে দুঃখভার অনেকটা লাঘব হয়, তাই সুশীলা সকরুণনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনার আশায় আমি নিশ্চিন্ত আছি।" আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আমার জীবন চিরদীন জন্য শান্তিশূন্য হইয়াছে, বাল্যে মাতৃহীনা যৌবনে পিতৃহীনা হইয়াও জীবনের অশাহীনা হই নাই। আশা ছিল জীবনে সমবেদনার—ভালবাসার স্নেহ যত্নের লোক পাইয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর আমার ঘোর পরীক্ষায় ফেলিবারার জন্য তাহা হইতে চিরবঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু এখনও প্রতিহিংসার আশা যায় নাই, এখনও জানিবার বাসনা কোন পাষণ্ড কি অভিপ্রায়ে সেই দেবতুল্য লোককে হত্যা করিয়াছে।"

দারোগা। তাহার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে।

সুশীলা। দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন "কি উপায় করিলেন?"

দারোগা। এখনও কিছু করিতে পারি নাই।

সুশীলা। আশা আছে কি?

দারোগা। । সম্পূর্ণ।

সুশীলা। আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, শচীন্দ্র বাবু আপনার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং আপনি যে তাঁহার হত্যাকারীর কৃতাপরাধে শাস্তি দিতে যত্নবান হইবেন, এই বড় আশা।

দারোগা। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার উপর আমি এই বিষয়ের যথাসাধ্য তদন্ত করিতে থানা হইতে ৩ মাসের জন্য অবসর লইয়াছি।

সুশীলা। আপনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

দারোগা। বিন্দুমাত্র না, ইহা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। এখন আপনি আমার গুটিকত কথার উত্তর দিন।

সুশীলা। আমি প্রস্তুত আছি জিজ্ঞাসা করুন।

দারোগা। শচীন্দ্রনাথের কেহ শত্রু ছিল কি?

সুশীলা। আমি ত জানি না।

দারোগা। আপনি রামসদয় বাবুকে চিনেন কি?

সুশীলা। নাম সর্ব্বদাই শুনিতাম, কখন দেখি নাই।

দারোগা। তাঁহার উপর শচীন্দ্রনাথের মনের ভাব কিরূপ ছিল?

সুশীলা। খুব ভাল। তিনি উহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

দারোগা। শচীন্দ্রনাথ আপনাকে পত্রাদি লিখিতেন কি?

সুশীলা। লিখিবার আবশ্যক হইত না কেননা তিনি প্রায় প্রত্যহই আসিতেন।

দারোগা। তাঁহার পিতার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ কথা কখন তিনি আপনাকে বলিয়াছিলেন?

সুশীলা। কই না।

দারোগা। আপনার সমস্ত কোম্পানির কাগজই কি বিক্রী হইয়াছে?

সুশীলা। সমস্ত।

দারোগা। সমস্ত টাকা খরচ হইয়াছে কি?

সুশীলা। আট শত টাকা ছিল, তাহা হইতে তিনি ৫০০৲ টাকা লইয়া যান নিখিল বাবুর জন্য।

দারোগা। তিনি রাত্রে কোনখানে থাকিতেন?

সুশীলা। মেসে।

দারোগা। তাঁহার জিনিষ পত্র কোথায় ?

সুশীলা। সব সেই খানে।

দারোগা। আমার একবার সেইখানে যাওয়া আবিশ্যক, আপনার লোক জন মেস্‌টী চিনে কি ?

সুশীলা। আমার বেহারা জানে, আমি তাহাকে আপনাদের সঙ্গে দিতেছি

দারোগা বাবু বেহারা সঙ্গে লইয়া রামসদয় বাবুর সহিত তথায় রওনা হইলেন। পথে বেহারাকে বলিলেন "হাঁ হে বাবু, তুমি কত দিন এখানে আছ ?"

বেহারা। আজ প্রায় পাঁচ মাস হলো।

দারোগা। পূর্ব্বে কোথায় ছিলে ?

বেহারা। আমরা যে মেসে যাইতেছি, সেইখানে কাজ করিতাম।

দারোগা। তবে এখানে আসিলে কেন ?

বেহারা। শচীন্দ্র বাবু আমায় বড় ভালবাসিতেন, তাঁরই কথায় এখানে আসা।

দারোগা। আচ্ছা বাবু, তুমি ত শচীন বাবুর লোক, আর খুব বুদ্ধিমান দেখ্‌চি, কিন্তু বল দেখি সুশীলা লোক কেমন ?

বেহারা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল 'লোক ত ভাল।

দারোগা। তুমি সত্যি কথা বল্‌বে, যদি তোমার কথায় এ খুনের কোন কিনারা হয় তা হলে তুমি সরকারের ভাল চাকরী পাবে, বক্সিস্ পাবে।

বেহারা। সে আবার কি রকম কথা, আমি কিনারা করবো কি করে ?

দারোগা। সত্য কথা বলে।

বেহারা। আমি মিথ্যা কেন বল্‌বো বাবু।—শচীন বাবু আমায় বড় ভালবাস্‌তেন।

দারোগা। শচীন্দ্র বাবু রাত্রে কখন তোমার মুনিবের বাড়ীতে থাকিতেন কি ?

বেহারা। কখনও না।

দারোগা। কোথায় বস্‌তেন ?

বেহারা। বস্‌বার ঘরে।

দারোগা। তখন সেখানে তোমাদের যাবার হুকুম ছিল ?

বেহারা। হ্যাঁ।

দারোগা। আচ্ছা, আর কেউ আসিত কি ?

বেহারা। আসিত, একটী বাবু।

দারোগা। কি নাম ?

বেহারা। তা জানি না।

দারোগা। বয়স কত ?

বেহারা। এই ২৪।২৫ হবে।

দারোগা। দেখ্‌তে কেমন ?

বেহারা। কার্ত্তিকের মত।

দারোগা। কখন আস্‌তো ?

বেহারা। খুব বেশী রাত্রে।

দারোগা। রাত্রে কি দরজা খোলা থাক্‌তো ?

বেহারা। না

দারোগা। তবে কে দোর খুলে দিত?

বেহারা। সে বাবু অনেক কথা, বড় ঘরের কথা বলে কি শেষে দায়ে পড়্‌বো।

দারোগা। কিছু ভয় নাই।

বেহারা। একদিন রাত্রে আমরা শোয়ার পর দেখি যে, দিদি বাবু শুধু পায়ে আস্তে আস্তে গিয়ে সদর দরজা খুলে কপাট ভেজিয়ে দিয়ে এলেন, আমি অমনি চুপ করে বসে রইলাম। দেখি যে এক বাবু, জুতো যোড়াটী হাতে করে আস্তে আস্তে তাঁর ঘরে ঢুকে গেল। প্রায় দুঘণ্টা পরে বাড়ী গেল। কত হাসি মস্করা হলো।

দারোগা। কথাবার্ত্তা শুনেছিলে?

বেহারা। দু একটা।

দারোগা। কি কথা?

বেহারা। দিদি বাবু তাকে বিয়ে কর্‌বে ঠিক, কিন্তু তবে শচীন বাবুর টাকা হাত করে।

দারোগা বাবু গাঢ় চিন্তা মগ্ন হইলেন। বলিলেন "আর তাকে কখন আস্‌তে দেখেচো?"

বেহারা। অনেকবার।

দারোগা। কোন্ সময়ে?

বেহারা। বেশী রাত্রে, আর অমনি ভয় লুকিয়ে।

দারোগা। শচীন বাবুকে এ কথা বলেছিলে?

বেহারা। না

দারোগা। কেন বল নি?

বেহারা। শুন্‌লেম বিয়ে শিগ্‌গির হবে, তাই বলিনি। মনে কর্‌লাম তখন ত ও আর আস্‌বে না, সব মিটে যাবে। বলে একটা কেলেঙ্কারী করা।

এই সময় তাঁহারা মেসের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

মেস্।

মেসটী দ্বিতল, মেডিকেল কলেজের অতি নিকট, সেখানে সেই কলেজের ছাত্রেরাই বাস করেন। প্রায় অধিকাংশ ঘরেই দুইটী করিয়া ছাত্র থাকেন, কিন্তু শচীন্দ্রনাথ একটী স্বতন্ত্র কক্ষে বাস করিতেন। মেসের ছাত্রেরা সকলেই শচীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দুঃখিত।

দারোগা বাবু একটী ছাত্রকে বলিলেন "শচীন্দ্রনাথ কোন্ ঘরে থাকিতেন ?"

ছাত্র ঘরটী দেখাইয়া দিলেন।

দারোগা। ইহার চাবি কোথায় ?

ছাত্র। শচীন্দ্রনাথের কাছেই থাকিত। কাল সন্ধ্যার পর তাঁহার কাকা আসিয়া কতক কাগজ পত্র পুলিশকে দিতে হইবে বলিয়া লইয়া গিয়াছেন।

দারোগা বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন "তাঁহার কাকা।"

ছাত্র। হ্যাঁ।

দারোগা। কি নাম ?

ছাত্র। রামসদয় বাবু।

দারোগা। তাঁহাকে দেখিতে কেমন ?

ছাত্র। মধ্যমাকৃতি, খুব বড় বড় দাড়ি ও গোঁফ।

দারোগা বাবু রামসদয় বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন "দেখুন দেখি ইনিই কি ?"

ছাত্রটী তাঁহার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন "না, ইনি নন্।"

দারোগা। কিসে জানিলেন যে ইনি নন্?

ছাত্র। তিনি ইহা অপেক্ষা ফরসা ও অল্প বয়স্ক।

দারোগা। তিনি যখন ঘরে ছিলেন, তখন আপনারা কেহ তথায় ছিলেন?"

ছাত্র। না।

দারোগা। কেন?

ছাত্র। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আপনারা আমায় একা থাকিতে দিন, আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদি।"

রামসদয় বাবু হাঁপ ছাড়িলেন।

তখন দারোগা বাবু চাবি ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ঘরটি বেশ প্রশস্ত এবং বেশ পরিপাট্যের সহিত সাজান। দেয়ালে বড় বড় ছবি হেমন্সির চেয়ার, টেবিল, ওয়ার্ডরোব। মেজেয় কার্পেট বিছান। কিন্তু ঘরের সমস্ত জিনিষ পত্র যেন ঘাঁটা। ক্ষণেক গৃহের সেই অবস্থা পর্য্যবেক্ষন করিয়া যে সকল কাগজ পত্র ছিল তাহা দেখিলেন, কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইলেন না। একটী ক্লিপে একটী হিন্দি সংবাদ পত্রের একটু সামান্য অংশ আটা রহিয়াছে দেখা গেল। বোধ হয় বাকী অংশটী ব্যস্ততাপ্রযুক্ত সে স্থান হইতে কেহ টানিয়া ছিড়িয়া লইয়াছে। দারোগা বাবু সেই ছেড়া কাগজখানির এদিক ওদিক দেখিয়া পকেট বুক মধ্যে রাখিলেন। ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটটা ভাল করিয়া দেখিলেন, কিছু পাইলেন না।

একটী ব্লটিন প্যাড ছিল, সেটীর ব্লটীন পেপার বাহির করিয়া আলোর দিকে ধরিলেন। দুই একটী "উইল শব্দ দেখা গেল রামসদয় বাবুকে বলিলেন "শচীন্দ্রনাথ কি কোন উইল করিয়া ছিলেন ?"

রাম। আমিত জানি ন। আর কাহার নামেই বা করিবে।

দারোগা বাবু তখন ঘরটী আবার তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া যাইবার সময় আবার একবার সুশীলার সহিত দেখা করিয়া উইলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তিনিও সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

তবে কি সুশীলা সয়তানি! সুশীলা কি শচীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাহার যথা সর্ব্বস্ব উইল করিয়া লইয়া তাহার ভালবাসার পাত্র বা তাহারই কোন অনুচর দ্বারা শচীন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে। শিক্ষায় কি মানুষকে এত পশুভাবাপন্ন করিতে পারে? বিচিত্রই বা কি, কিন্তু সে লোকটা কে?

তখন দারোগা বাবু রামসদয় বাবুকে বলিলেন "আপনি এখন বাটী যান, আমার যাইতে বিলম্ব হইবে।"

রামসদয় বাবু বিদায় হইলে দারোগা বাবু ডিটেক্‌টিভ বিভাগ হইতে একটী লোক আনাইয়া সুশীলার বাটীতে কে কে যায় আসে তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সুশীলার অবস্থা।

সুশীলা শচীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দিন কতক স্থিরভাবে থাকিতেন, চক্ষে জল ছিল না, দীর্ঘ নিশ্বাস ছিল না, কেহ কোন বিশেষ চাঞ্চল্য ভাব দেখে নাই, কিন্তু সে স্থিরতা আগ্নেয় গিরির অগ্নুৎপাদনের পূর্ব্বলক্ষণ কি না তাহা কে জানে? ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে লাগিল, চিকিৎসক অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

সুশীলার সংসার চলিবার উপায় নাই, কিন্তু শচীন্দ্রের কাকার অনুগ্রহে তিনি সে অভাব টের পান নাই। সুশীলার প্রথমে তাঁহার সাহায্য লইবার বিশেষ আপত্তিই ছিল, কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কথায় সে আপত্তি ঘুচিয়া গেল। এখন অর্থের অভাব না থাকিলেও স্থান পরিরর্ত্তন হয় কোথায়? কে তাহার সঙ্গে স্থানান্তরে যায় কে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে? তাহার উপর তাঁহার বিদেশ বাসের ব্যয়ভার বহন করিবার ভার রামসদয় বাবুর স্কন্ধে অর্পণ করা ভাল? বাটীতে তাঁহার পিতার আমলে পুরাতন দরোয়ানটী আছে, শচীন্দ্রের দেওয়া বিশ্বাসী চাকরটী আছে, আর আছে একটি পাচিকা। তাহারা বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য হইলেও তাহাদের সঙ্গে বিদেশে যাইতে তাহার ন্যায় যুবতীর সাহস হয় না। তাহার উপর শচীন্দ্রের হত্যাকারীর ঘোরতর অনুসন্ধান চলিতেছে, দারোগা বাবু তাঁহাকে কখন কি জিজ্ঞাসা করিতে আসেন তাহার স্থিরতা নাই, এ অবস্থায়

বিদেশে যানই বা কি করিয়া। নিজের স্বাস্থ্য, তাহার কি মূল্য আছে? জীবনের কি আর মমতা আছে।

সন্দেহ এখন চতুর্দ্দিকে, দারোগা বাবু একখানি বেনামা পত্র পাইয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

প্রিয় মহাশয়,

সুশীলা দেখিতে সুন্দরী হইলেও তাহাকে মাথালফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। যাহার চরিত্র খারাপ তাহার অসাধ্য কাজ, আছে কি? বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে তাহার বেশ প্রেমালাপ চলে, কত প্রেমপূর্ণ পত্র যাতায়াত করে, তাহার ঠিক রাখিয়াছেন কি? সুশীলার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শচীন্দ্র তাঁহার নামে উইল করেন- ২৫০০৲ টাকা দেওয়া একটী মস্ত টোপ। মাছ ধরা পড়িয়াছে; আর দিন কতক গেলেই সুশীলা বিশ্বেশ্বরের অঙ্কশোভিনী হইবেন। অন্য দিকে না যাইয়া যে পথ নির্দ্দেশ করিলাম তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিলে সফলকাম হইবেন।

শ্রী ——"

দারোগা বাবু এ পত্রের কথা সুশীলাকে বলিতে সাহস পান নাই। তবে কথা বড়ই বিষম। সুশীলার বাটীতে কেহ ত আসে না, তবে কি সে সাবধান হইয়া পড়িয়াছে? বিচিত্রই বা কি। বিশ্বেশ্বর বাবু কে? সুশীলা বিশ্বেশ্বর বাবু নামে কাহাকেও চিনেন না। বেহারা কি এত কথা সাজাইয়া বলিল! যদি বলে, তাহার বলার কারণ কি! সে শচীন্দ্র নাথের লোক, তাহার কথা ত অবিশ্বাস করাও যায় না।

সুশীলার সঙ্গে কথা কহিয়া তাহার কথাবার্ত্তায় বা মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ পায় না। যেন সব সরলতা মাখান্! কিন্তু

সে সরলতার মধ্যে কি ভীষণ সয়তানী লুকান আছে? যদি থাকে, তবে এখনও আমার মনুষ্য চরিত্র দেখিতে অনেক বাকী।

সকল দিকেই গোসমাল, রোজই নূতন কথা; এমন সময় কি সুশীলার স্থান পরিবর্ত্তন সম্ভবপর? সম্ভবপর না হইলেও চিকিৎসকের পরামর্শ ও রামসদয়ের প্রবল ইচ্ছায় তাঁহাকে তৎকার্য্যে সম্মত হইতে হইল; কিছু দিনের জন্য নৌকাযোগে ভ্রমণ করাই স্থির হইল। সুশীলা দলবল সহ একখানি বজরা করিয়া গঙ্গাবক্ষে কোন দিন কলিকাতার দক্ষিণে, কোন দিন বা উত্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

দারোগা বাবুর চেষ্টার ফল।

দারোগা বাবু কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি রেজেষ্ট্রী আফিস সমূহে উইল সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ কলিকাতা রেজেষ্ট্রী আফিসে গেলেন, কিন্তু রেজিষ্ট্রার তাঁহাকে উইলের বহি দেখিতে দিলেন না, বলিলেন আইন মতে তিনি তাঁহাকে কোন সংবাদ দিতে পারেন না। অন্যান্য আফিসেও সেই কথা—সুতরাং ফাপরে পড়িলেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে জানাইয়া বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের হুকুম জানাইয়া আফিসে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, দেখিলেন যে প্রকৃতই শচীন্দ্রনাথ উইল করিয়াছেন। উইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার ভাবী পত্নী সুশীলা-সুন্দরীকে। আরও তাহাতে লেখা আছে যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কোম্পানির কাগজের যদ্যপি উদ্ধার সাধন হয়, তাহা হইলে সে সমস্তও সুশীলার।

ক্লিপে যে ছেঁড়া সংবাদ পত্রের সামান্য অংশ টুকু ছিল, তদ্দ্বারা সেটী কোন তারিখের কোন সংবাদ পত্রের অংশ তাহা স্থির হয়; তিনি সেই কাগজখানি আনাইয়া দেখেন যে তাহাতে কোন একটী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে "রামশরণ মিত্র মিউটীনির বৎসরে এই ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়া যান, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান নাই, তিনি জীবিত থাকিলে স্বয়ং বা তদন্যথায় তাঁহার আইন

সঙ্গত উত্তরাধিকারী সেই টাকা লইয়া যাইতে পারেন। আমরা রামশরণ মিত্র মহাশয়ের নিবাস কোথা তাহা জানি না।”

শচীন্দ্রের পিতার নাম রামশরণ ছিল, এখন বিজ্ঞাপনোক্ত রামশরণ শচীন্দ্রের পিতা ছিলেন কি না, তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক। দারোগা বাবু সেই ব্যাঙ্কে তাহার অনুসন্ধান জন্য গিয়াছিলেন, গিয়া দেখিলেন শচীন্দ্র সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরপত্রাদি লেখা-লেখি চলিতেছিল রামশরণ যে কমিসেরিয়েটে কাজ করিতেন, তাহা ব্যাঙ্কে যাইয়া জানিলেন, সুতরাং কোম্পানির কাগজগুলি যে শচীন্দ্রনাথের তাহাতে সন্দেহ রহিল না, এখন কেবল প্রমাণ আবশ্যক যে শচীন্দ্রনাথ সেই রামশরণের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

মিলিটারী বিভাগের পুরাতন কাগজ পত্র খুজিয়া রামশরণের নাম পাওয়া গেল। ব্যাঙ্কের সহিত তিনি যে পত্রাদি লিখিয়া ছিলেন তাহার স্বাক্ষর ও সরকারী কাগজ পত্রের সহিত মিলিয়া গেল। আরও অনেক প্রমাণ বাহির হইয়া পড়িল, যাহাতে শচীন্দ্র যে সেই রামশরণের পুত্র তাহা স্থির হইল।

এখন দেখা যায় হয় নিখিলনাথ না হয় রামসদয় অথবা সুশীলার বাটীতে গোপনে যে লোকটী যাতায়াত করিত সেই শচীন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে; কেননা নিখিলনাথ শচীন্দ্রের অবর্ত্তমানে তাহার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী। নিখিলনাথ হয় ত কোম্পানির কাগজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিরতর হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে হত্যা না করিলে নয়, কেননা পরে হইলে তাহার মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারিণী হইবেন। নিখিলনাথ হত্যার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ উইলের

সংবাদ পান নাই। হত্যার পর মেসের কাগজ পত্র চুরি করিবার সময় তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাই উইলখানি লইয়া গিয়াছেন; মনে করিয়াছিলেন, উইলের কথা কেহ যখন জানে না তখন তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। সংবাদ পত্রের টুকরাটী ক্লিপ হইতে তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া লওয়ার কারণও কোম্পানির কাগজের অস্তিত্ব আপাততঃ অপ্রকাশ রাখা। রামসদয় বাবুর হত্যাটা কেমন কেমন, কেননা নিখিলনাথ বর্ত্তমানে তিনি বিষয় পাইতে পারেন না; তবে কি তিনি জানিতেন না যে; লিখিলনাথ শচীন্দ্রের উত্তরাধিকারী? তাহা কি সম্ভব? রামসদয় বাবু বিষয়ী লোক হইয়া এমন ভুল করিবেন কি করিয়া তবে নিখিলনাথ অপুত্রক, নিখিলনাথ তাঁহার স্ত্রীর অবর্ত্তমানে তিনি বিষয় পাইবেন, শচীন্দ্র বিবাহ করিলে তাহার পুত্রাদি হইবার সম্ভানা তদপেক্ষা নিখিলনাথ বিষয় পাইলেই তাহার পথ পরিস্কার হয়, আর ইহাও হইতে পারে যে উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া করিয়াছে। বিচিত্র কিছুই নয়। তাহার উপর রামসদয় বাবুর সুশীলার উপর এত অনুগ্রহ কেন? সুশীলা তাঁহার কে, যে তিনি তাহাকে এত অর্থ সাহায্য করেন? সুশীলার সকল কথাই তিনি তাহার বেহারার মুখে শুনিয়াছেন, তথাপি কেন বীতস্নেহ হন না?

তাহার পর সুশীলার ভালবাসার পাত্র অজ্ঞাত বিশ্বেশ্বর এ কাজ বেশ করিতে পারে। শচীন্দ্র সুশীলার নামে উইল করেন কেন? আর যদিই করিলেন তবে গোপনে কেন? উইল উকীল বাড়ীতে লেখা পড়া হইয়াছে, কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত এটর্ণী শচীন্দ্রকে রেজিষ্ট্রী আফিসে সনাক্ত করিয়াছেন, সুতরাং

জাল বলিবার উপায় নাই। এখন ত বিষয়ের অধিকারিণী সুশীলা সুন্দরী। কাঁটা ঘুচিয়াছে, এখন কিছুদিন পরে সুশীলা তাহাকে বিবাহ করিলে আর কোন কথাই নাই। পরের টাকায় বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দ উপভোগের উপায় হইবে। স্ত্রী চরিত্র বোঝা ভার। যাহাই হউক এই তিন জনের একজন এ কাজ করিয়াছে বলিয়া দারোগা বাবু স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তিন জনের মধ্যে যে কে হত্যাকারী, তাহা এখনও স্থির হইতেছে না, তাহার উপর তাহাদের কেহ যে গুলি করিয়াছে বা অর্থলোভে অন্য কোন লোককে বশীভূত করিয়া এ কাজ করা হইয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। যাহাই হউক হত্যা-রহস্য বড়ই জটিল।

এইরূপ নানা চিন্তায় দারোগা বাবু সর্ব্বদা চিন্তিত, তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, অবিশ্রান্ত তদন্ত করিতেছেন, কিন্তু তথাপি কোন ফল হইতেছে না, ইহা বড়ই লজ্জাজনক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শিবপুরের ঘাট।

বজরা দিনে যেখানে থাকুক, রাত্রে শিবপুরের ঘাটে বাঁধা থাকে। রামসদয় বাবুর একটী দরোয়ান আসিয়া রাত্রে বজরায় শুইয়া থাকে। আজ রাত্রে সেই বজরায় দারোগা বাবু উপস্থিত।

সুশীলা তাহাকে দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন ঠিক হইল কি?

দারোগা। স্থির কিছুই হয় নাই। হত্যাকারী কে তাহা অনেকটা ঠিক হইলেও কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।

সুশীলা। আপনি কি এখনও রামসদয় বাবুকে সন্দেহ করিতেছেন?

দারোগা। না করি কি করিয়া। শচীন্দ্রের পিতা পশ্চিমাঞ্চলে মারা যান, সেখানকার ব্যাঙ্কে তাহার ২ লক্ষ টাকার কেম্পানির কাগজ সেফ্‌কাষ্টডিতে জমা ছিল, সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। সেই টাকা সুদে আসলে কত হইয়াছে ভাবুন দেখি? প্রায় ৫ লক্ষ। শচীন্দ্রের অবর্ত্তমানে সেই টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী নিখিল. নিখিলের পর রামসদয়, নিখিল অপুত্রক। এই টাকা যে জমা আছে, তাহা শচীন্দ্রের জানিবার পূর্ব্বে রামসদয় জানিয়াছিলেন। অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য হাজার টাকাটা তাহাকে গুলি করিবার পর দেওয়া হয় বলিয়াই মনে হয়। তাড়াতাড়িতে নোট খানি পকেটে রাখিতে পকেটের নীচে পড়িয়া

যায়। শচীন্দ্রনাথ আপনাকে যে উইল করিয়াছিলেন, তাহা আপনি না জানিলেও রামসদয়ের জানা ছিল, আরও জানা ছিল যে উইল খানি বাসায় আছে. সেই জন্য উইল অপহরণ, সেই সঙ্গে তাহার ঘড়ি চেন আংটি পর্য্যন্ত অপহৃত হয়। উদ্দেশ্য— চোরে লইয়া গিয়াছে বলিয়া পুলিসের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া। উইলখানি গোপন করিলে আর তাহার টাকা পাইবার বাধা থাকিবে না।

শচীন্দ্রনাথের বাটীর প্রাচির ছোট। একটী ছোট মই দিয়া অনায়াসে বাটীর মধ্যে আসা যায় এবং হত্যা করিয়া সেই মই সাহায্যেই আবার রামসদয়ের বাটীতে যাওয়া যায়। শচীন্দ্রের মৃতদেহে যে দুইটী গুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাহার রিভল-ভারের অনুরূপ। এ সকল কি সন্দের কথা নয়? তাহার উপর আপনাকে অর্থ সাহায্য করা আরও একটী কারণ, আপনি যাহাতে সন্দেহ না করেন এবং আমাকে তাহার উপর সন্দেহ স্থাপনে বিরত করেন, সেই চেষ্টা।

সুশীলা। তবে ত তাঁহার অর্থসাহায্য গ্রহণ করা আমার একান্ত অকর্ত্তব্য।

দারোগা। এখন লওয়াই কর্ত্তব্য। আপনি টাকা না লইলে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইবে।

সুশীলা। দাড়িওয়ালা যে লোকটী বাসায় গিয়াছিল— সে কে?

দারোগা। দাড়ি গোঁফ কৃত্রিম। লম্বা দাড়ির জন্যই সম্ভবতঃ লোকটীকে মধ্যমাকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অথবা তাহারই কোন লোক তাহার নাম করিয়া এ কাজ করিয়াছে, হয়ত

মেসের লোক তাহাকে সনাক্ত করিতে পারিবে। সে যাহাই হউক সময়ে সকলই প্রকাশ পাইবে বলিয়া মনে করি।

সুশীলা। সে সময় যে কবে আসিবে তাহা জানি না, কিন্তু আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়।

দারোগা। বলুন।

সুশীলা। আমার কার্য্যকলাপও যেন গোপনে দেখিতেছে বোধ হয়; তবে কি আমার উপরও পুলিশ বিভাগের সন্দেহ জন্মিয়াছে?

দারোগা বাবু হাসিয়া কহিলেন আজ শচীন্দ্রের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে হয়ত তাহাকেও আমরা সন্দেহ করিতাম। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিন।

সুশীলা। বড় ঘৃণার কথা, বড় লজ্জার কথা।

তখন দারোগা বাবু সেই বেনামী পত্রখানি সুশীলাকে দেখাইলেন; সুশীলা পত্রখানি পড়িয়াই চৈতন্যহীনা হইলেন দারোগা বাবু তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। সুশীলার জ্ঞান হইবামাত্র তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল, বলিলেন "আপনিও প্রবঞ্চিত হইতেছেন. বুঝিলাম, হত্যাকারীকে ধরিতে আপনার অনেক সময় লাগিবে।"

দারোগা। বিশ্বেশ্বর বাবু নামে আপনি কাহাকেও জানেন কি?

সুশীলা। শপথ করিয়া বলিতে পারি যে 'না'।

দারোগা। কোন কারণবশতঃ কোন রাত্রে কাহারও সহিত গোপনে দেখা করিয়াছিলেন কি?

সুশীলা। কি পরিতাপ! আমার পক্ষে কি তাহা সম্ভবে?

দারোগা। আপনার বেহারাটী কেমন?

সুশীলা। খুব ভাল।

দারোগা বাবু বিদায় লইলেন, বলিলেন যাহাই হউক আপনি সাবধানে থাকিবেন। আপনারও জীবন নিরাপদ নয়।"

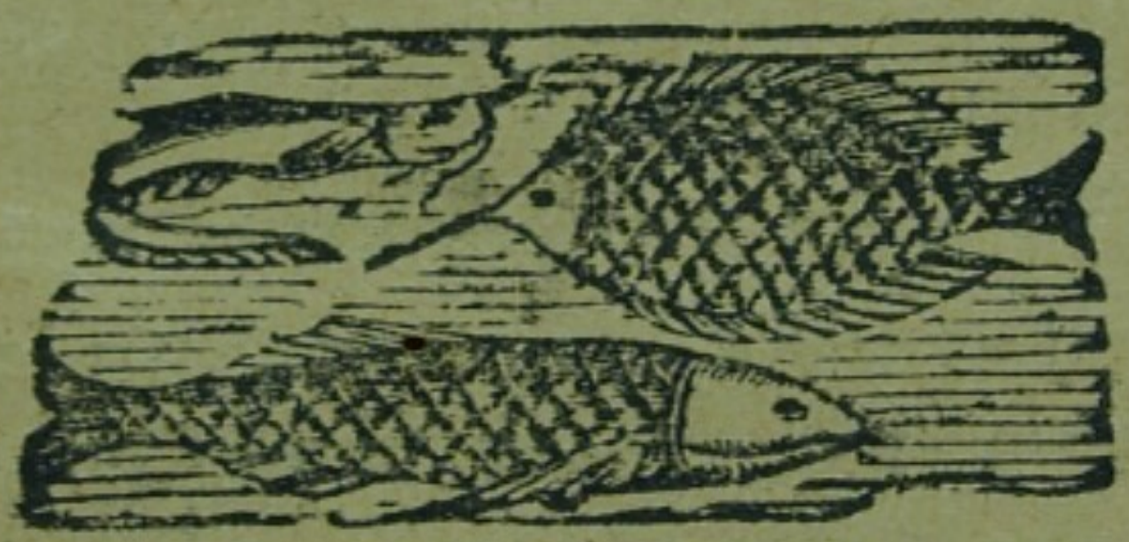

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

আবার সর্ব্বনাশ।

দারোগা বাবু সুশীলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়াই একটী বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; একবার শিস্ দিবা মাত্র গাছের উপর হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয় যুবক নামিয়া আসিল—দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, রজনীর অন্ধকার জন্য আরও কাল দেখাইতেছিল। পরিধানে মলিন বসন। দারোগা বাবু বলিলেন "কি হরিদাস, খবর কি ?"

হরি। গাছে বড় পিপড়ে—কামড়ে অস্থির।

দারোগা। এখন কাজের কথা কি ?

হরি। জন-প্রাণী দেখি না।

তখন দারোগা বাবু তাহাকে বিদায় দিয়া তাহারই অল্প দূরে একটি কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন. তথায় তিনজন সাওতাল বাস করিত। তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নূতন খবর কি ?"

সাওতাল। আজ সন্ধ্যার সময় নৌকা করিয়া নিখিলনাথকে বেড়াইতে দেখিয়াছি।

দারোগা। কোন দিগে গেল ?

সাওতাল। এই ঘাটে নামিয়া গেল।

দারোগা। কোথায় উঠিয়াছিল ?

সাও। কুল্লি ঘাটে।

দারোগা। সে কথা তোমায় কে বলিল ?

সাও। সে নৌকা হইতে নামিবা মাত্র আমি সেই নৌকা ভাড়া করিলাম. কলিকাতা যাইবার জন্য।

দারোগা। তার পর?

সাও। তার পর নৌকা কোথা হইতে কোন্ দিক দিয়া কোন্ স্থান ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছে জানিয়া লইলাম।

দারোগা। বিশেষ কিছু বুঝিলে?

সাও। না। তবে বোধ হয়, যেন কোন মৎলব আছে।

দারোগা। খুব হুসিয়ার।

সাওতাল সেলাম করিল। দারোগা বাবু সেখান হইতে বিদায় হইয়া সদর রাস্তায় উঠিলেন। কতক দূর যাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া একটী খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর অধিকারিণী একটা বৃদ্ধা বেশ্যা।

দারোগা বাবু তাহাকে বলিলেন "শ্যামার খবর কি?

বৃদ্ধা। বাবু চম্‌চমে।

দারোগা। কর্ত্তা গিন্নির কথাবার্ত্তা কিছু শুন্‌তে পাও?

বৃদ্ধা। বেটা ভারি ঘাগি। যে ঘরে তাকে শুতে দেয়, সেখান থেকে কথা শোনা যায় না। দরজালান বন্ধ করে।

দারোগা। তবেই ত।

বৃদ্ধা। কাগজ পত্র বোধ হয়, বাড়ীতে রাখে না।

দারোগা। তবে কোথায় রাখ্‌বে?

বৃদ্ধা। তাইত ভাবছি।

দারোগা। রামসদয় বাবুর সম্বন্ধে নূতন কিছু সংবাদ আছে?"

বৃদ্ধা। চুড়ী বাসন ত প্রায়ই বেচ্‌তে যাই—কিন্তু মাগীর ভাব দেখে ত কোন সন্দেহ হয় না।

দারোগা। এখন তাকে ছেড়ে দিখিলকে দেখ।

বৃদ্ধা। ২৪ ঘণ্টাই দেখচি।

দারোগা। বেহরার খবর কি।

বৃদ্ধা। সেটাকে কাল নিখিলের সঙ্গে দেখেচি।

দারোগা। কোথায়?

বৃদ্ধা। বাজারে।

দারোগা। কথা কিছু বুন্‌তে পেলে?

বৃদ্ধা। ঝা করে সরে গেল।

দারোগা বাবু সেখান হইতে থানায় আসিলেন। নিজের কক্ষে বসিবা মাত্র একজন হিন্দুস্থানি আসিয়া সেলাম দিল। দারোগা বাবু বলিলেন "কেয়া খবর-রামদিন্?"

রাম। সব অচ্ছা।

দারোগা বাবু হাসিয়া কহিলেন "সব আচ্ছা কিরে, কিছুতেই কিছু হচ্চে না যে।"

রাম। এখনও দেরি আছে।

দারোগা। আরও দেরি?

রাম। নিখিল টেঙ্গরার একটা বাগানে দুই দিন গিয়েছিলেন।

দারোগা। কি মৎলবে?

রাম। দু দিন ত সুধু বেড়াতেই দেখেছি। ঘর দোরগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছিলো।

দারোগা। খুব খবরদার।

এমন সময় হরিদাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "শীগ্‌গির আসুন।'

দারোগা বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন "ব্যাপার কি।'

হরি। কলিকাতার পুলিশ সুশীলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দারোগা। কেন?

হরি। জানি না, কিন্তু বোধ হয় তারা জল পুলিশ, সব যেন ছম্‌ছমে।

দারোগা। কিসে এসেছে?

হরি। ভাউলেতে।

দারোগা। কয়জন লোক?

হরি। ৬ জন কনষ্টেবল আর একজন ইংরাজ ইন্‌স্পেক্টর, সে ইন্‌স্পেক্টরটা দাড়ি পরা বাঙ্গালী ভিন্ন কেউ নয়।

দারোগা বাবু প্রায় ২৫।৩০ জন লোক সহ বজরার দিকে ছুটিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নিখিলের কাশীযাত্রা।

বজরায় যাইয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। রামসদয় বাবু লোক জন লইয়া উপস্থিত। স্থানে স্থানে হারিকেন লাঠান জ্বলিতেছে, কিন্তু যাহার জন্য আসা, সে নাই। তাহারা সুশীলাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে যতদূর নজর চলে দেখা গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না।

তদন্তে জানিলেন, তাহারা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাইয়া সুশীলাকে লইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা শুনে নাই। তাহারা জোর করিয়া সুশীলাকে ভাউতে তুলিয়া লইয়া যায়; সকলেরই হাতে পিস্তল ছিল বলিয়া কেহ সাহস করিয়া বাঁধা দিতে পারে নাই।

তৎক্ষণাৎ কলিকাতা পুলিশ হইতে সংবাদ লওয়া গেল, কিন্তু জানা গেল সকলই মিছা, তবে এ কাজ কে করিল? নিখিল নাথের সংবাদ লওয়া হইল, নিখিলনাথ বাটীতে। তিনিও যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

দারোগা বাবু পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, সুশীলার বিপদপাতের সম্ভাবনা। বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন সংশয়, তাহার নিবারণ চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, এখন উপায় কি? তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া

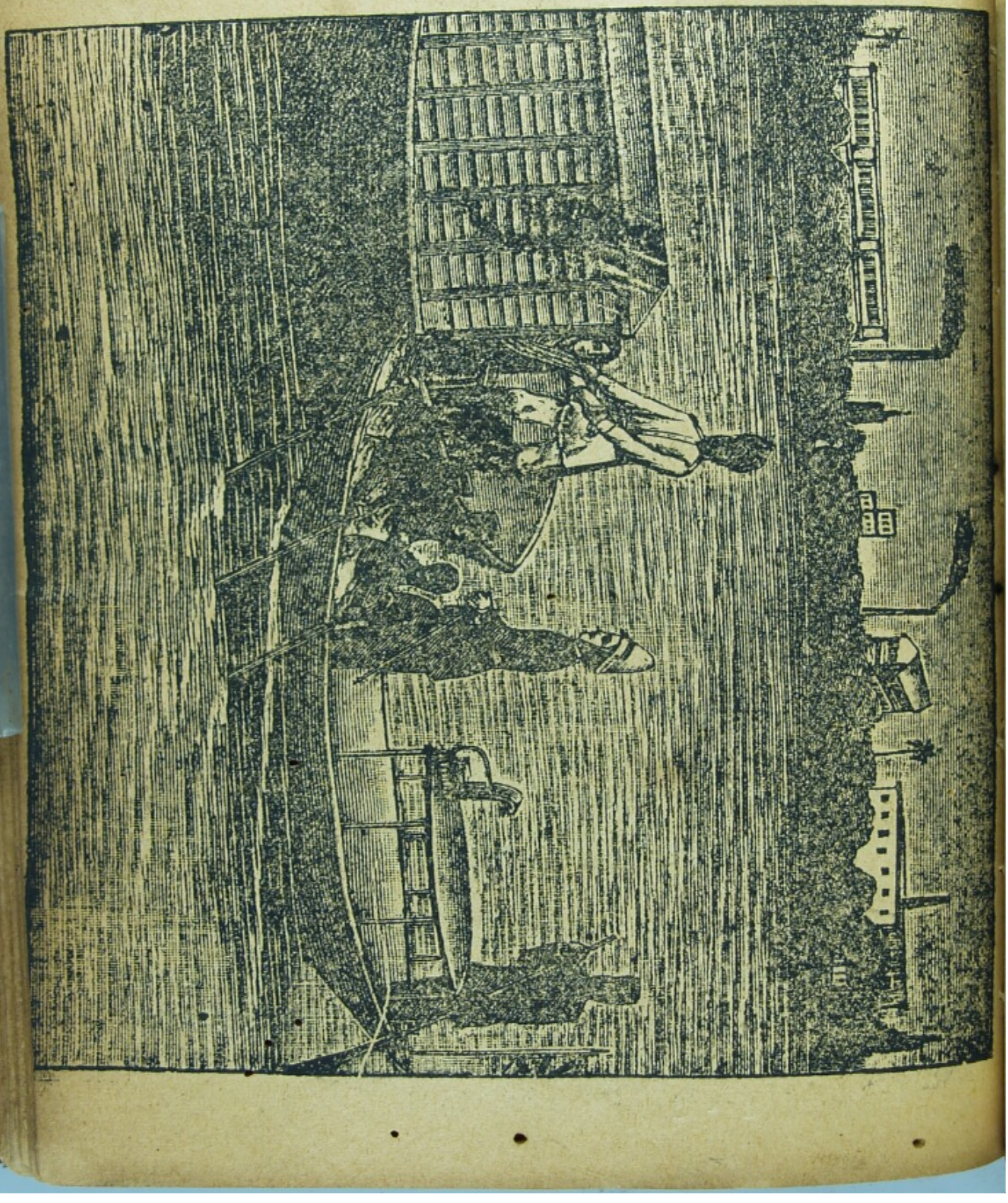

পড়িলেন। লোক যেই হোক, সে যে সোজা লোক নয় তাহা বুঝিলেন।

জল-পুলিশের অধ্যক্ষের নিকট সংবাদ গেল, তিনিও কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। তাহার পর দিন গঙ্গার কত দিকে কত পুলিশ কর্ম্মচারী কত ভাবে কত প্রকার অনুসন্ধান লইলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, অনেক স্থলে দুষ্ট ও বোকা লোকের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া অনেক ঘোরা-ঘুরি করিলেন, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হইল না। দারোগা বাবুর বিপদ দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ বিভাগের আর একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হইলেন।

তাঁহারা দুইজনে রামসয় ও নিখিলনাথের কার্য্যকলাপ গোপন ভাবে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলত কিছুই হয় না। ইত্যবসারে শুনিলেন, নিখিলনাথ পশ্চিম যাইতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা নয় যে, নিখিলনাথ অন্যত্র যান, কিন্তু ধরিয়া রাখিবার ত উপায় নাই। শেষ শুনিলেন, আজ রাত্রে ডাক-গাড়ীতে নিখিলনাথ কাশী যাইবেন। নিখিল স্বস্ত্রীকে লইয়া কাশীতে গেলেন, ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় নিখিলনাথ বাসা করিলেন, কিন্তু তাহার পর দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

বড়ই বিভ্রাটের কথা। বাটীতে অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি আগ্রা গিয়াছেন, কিন্তু সেখানে কোথায় আছেন, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। কোন পত্র আসিয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পত্রও আসিল, তাহাতে আগ্রার পোষ্ট আফিসের ছাপ দেওয়া, কিন্তু ঠিকানা নাই; লেখা আছে

ঠিকানা পরে দিব, আমি কখন কাহার বাসায় থাকি, তাহার স্থিরতা নাই। হতবুদ্ধি হইয়া ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী আগ্রায় গেলেন. কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তথাপি নিখিলের কোন সন্ধান পাইলেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নিখিলনাথ।

একদিন দারোগা বাবু ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে নিখিলনাথ বসিয়া আছেন। গাড়ীখানি খুব দ্রুতবেগে যাইতেছিল, তাহাঁদের পরস্পরের চক্ষু মিলিত হইবামাত্র নিখিলনাথ অপর দিক দিয়া মুখ বাড়াইয়া গাড়ী আরও দ্রুত চালাইতে বলিলেন। গাড়ী খুব বেগে চৌরঙ্গীর দিকে ছুটিল।

নিখিলনাথকে সহজে চিনিবার উপায় ছিল না, পারীর পোষাক তাহাতে বড় বড় গোঁফ দাড়ি সুতরাং দেখিলে সহজে চেনা যায় না। তবে চৌকশ লোকের চক্ষু বলিয়া দারোগা বুঝিলেন যে, লোকটী ছদ্মবেশী নিখিলনাথ।

দারোগা বাবু তাড়াতাড়ি পথে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া—সেই গাড়ীর অনুসরণ করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে নিখিলনাথের গাড়ী যে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা হইল না। সুতরাং তিনি ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিলেন, কিন্তু ফিরিয়াই প্রথম যে পোষ্ট-আফিস দেখিতে পাইলেন, তথায় যাইয়া তাঁহার সহযোগী ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী যিনি তখনও নিখিলনাথের অনুসন্ধানে কাশীতে ছিলেন, তাহাকে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ করিলেন :—

"নিখিলনাথ কোথায় ?"

উত্তর আসিল "কিছুই জানি না।"

ফের টেলিগ্রাফ হইল।

"অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবেন।"

তাহার পর তিনি মিউনিসিপ্যালটীর গাড়ী রেজিষ্টারী বিভাগে যাইয়া ১৭।১৫নং সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর ঠিকানা লইলেন; গাড়ীর নম্বর পকেট বহিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর দিন অতি প্রত্যুষে গাড়োয়ানের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাড়োয়ান ঘোড়া জুড়িয়া গাড়ীখানি ভাড়া খাটাইবার জন্য বাহির হইতেছে। তিনি সেই সময়ে গাড়োয়ানকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হাতে ২টী টাকা দিয়া বলিলেন "আমি পুলিশের লোক, তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব, কিন্তু যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথাযথ উত্তর দাও।"

গাড়োয়ান ক্ষণেক অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। দারোগা বাবু বলিলেন "কি দেখিতেছ?"

গাড়োয়ান। কিছু দেখি নাই—ভাবিতেছি।

দারোগা। কি ভাবিতেছ?

গাড়োয়ান। আমার উপর পুলিশের এত অনুগ্রহ কেন?

দারোগা। কি হয়েছে?

গাড়োয়ান। না এমন কিছু নয়, আগে আপনি কি জানিতে চান বলুন।

দারোগা। কাল বেলা ২টার সময় কে তোমার গাড়ীতে চেপে ছিল?

গাড়োয়ান। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম।

দারোগা। সব সত্য বলো, যদি না বল বিপদে পড়বে।

গাড়োয়ান। আমি বল্‌বো না কেন।

দারোগা। সে লোকটী কে ?

গাড়োয়ান। একজন গোয়েন্দা।

দারোগা। নাম জান।

গাড়োয়ান। না !

দারোগা। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেলে ?

গাড়োয়ান। সোণাগাছি থেকে বরাবর সেয়ালদহ ষ্টেশনে, সেখান থেকে মেটেবুরুজ।

দারোগা। সোণাগাছির কোথা থেকে লোকটী উঠে ছিল ?

গাড়োয়ান। একটী মেয়ে মানুষের বাড়ী থেকে।

দারোগা। সে বাড়ী চেন ?

গাড়োয়ান। চিনি।

দারোগা। মেয়েটীকে চেন ?

গাড়োয়ান। না—তবে নাম-জানি।

দারোগা। কি নাম ?

গাড়োয়ান। সহু।

দারোগা। কি ক'রে নাম জান্‌লে ?

গাড়োয়ান। বাবু গাড়ীতে উঠে বল্‌লেন,—"তবে পর্‌শু অবিনাশ এসে নিয়ে যাবে" সেই সময় আর একটী মেয়ে মানুষ তাকে "সহু" বলে ডাক্‌লে।

দারোগা। তার পর ?

গাড়োয়ান। তার পর অবিনাশ বাবু বিডন ষ্ট্রীটে নেবে গেল, অপর বাবুটী শেয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে একবার ঘুরে ফিরে এল, কি কর্‌লে জানি না।

দারোগা। শেষে মেটেবুরুজের কোথায় গেল ?

গাড়োয়ান। তা জানিনে, একবারে গঙ্গার ধার পানে নেবে আমায় ৫টী টাকা ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিলে। কিন্তু বাবু গাড়ীতে একটী জিনিস ফেলে গেছেন।

দারোগা। কি জিনিস?

গাড়োয়ান একটী লকেট বাহির করিয়া দেখাইল।

দারোগা বাবু দেখিলেন, এ সেই সুশীলার প্রতিকৃতি সহ লকেট। তিনি সেটী লইতে চাহিলেন, কিন্তু গাড়োয়ান বলিল "তা হবে না, আমি পুলিশে জমা দিব।"

তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া গিয়া তাহা জমা করিয়া লইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সৌদামিনী সাক্ষাৎ।

গাড়োয়ান সহুর বাড়ী দেখাইয়া দিল। দারোগা বাবু সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরই মুখে একটু মদের গন্ধ করিয়া সোণাখাড়িতে সহুর বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। দেখিলেন বাটীর সম্মুখে একটী পানওয়ালার দোকান. তাহাকে বলিলেন "ভাল পান আছে ?"

পানওয়ালা বলিল "খুব বড়িয়া পান বাবু।"

দারোগা। কত করে খিলি !

পানওয়ালা চমকিল, বলিল "এক আনা খিলি আছে।"

দারোগা। আর ভাল নেই ?

পান। দু আনা খিলিও দিতে পারি।

দারোগা। তাই ৪ খিলি দাও।

পানওয়ালা সাধারণ পানই কিছু বেশী মশলা সংযোগে প্রত্যেকটী দুই আনার দরে বিক্রয় করিল।

দারোগাবাবু পানগুলি লইয়া চলিয়া যান, এমন সময় পানওয়ালা বলিল "বাবু গান-টান শুন্‌বেন না।"

দারোগা। ভাল কেউ আছে ?

পান। সাম্‌নের ঘরেই আছে।

দারোগা। কি নাম ?

পান। সহুবিবি।

দারোগা বাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন "কি দিতে হবে ?"

পান। কতক্ষণ থাক্‌বেন ?

দারোগা। ঘণ্টা দুই গান-টান শুন্‌বো।

পান ; ৫৲ টাকা দিবেন।

দারোগা বাবু কৃত্রিম বিরক্ত সহ বলিলেন "তবে ভাল নয়।"

পান। খুব ভাল।

দারোগা। ৫৲ টাকা ত দাম ?

পানওয়ালা মনে মনে ভাবিল "হায় হায়, বেশী টাকার কথা কেন বলি নাই।" তখন কথা উল্টাইয়া বলিল "ঘণ্টায় ৫৲ টাকা বলেছি বাবু, দু-ঘণ্টায় ১০৲ টাকা।"

দারোগা। তবে চল।

পানওয়ালা দারোগা বাবুকে সঙ্গে করিয়া সদুর ঘরে লইয়া গেল। ঘরটী দ্বিতলে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজান। দারোগা বাবু যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন সদুবিবী হারমোণিয়ম্ বাজাইতেছিলেন।

পানওয়ালা আস্তে-আস্তে দারোগা বাবুকে ঘরে বসাইয়া চাকরকে তামাক দিতে বলিল, ইত্যবসারে সদুবিবীকে বাহিরে ডাকিয়া বলিল "দু-ঘণ্টা বস্‌বে ১০৲ টাকা দেবে।"

সদু। বলিস্ কি ?

পান। মাইরি ভারী বাবু, আমি ॥০ আদায় করে ৪ খিলি পান বেচেছি।

সদু। বটে।

পান। আমি কাপ্তেন না হয়ে থাকিনে। খুব খাতির যত্ন হয়, বেশীও পেতে পার। কিন্তু ১০৲ টাকার ৫৲ টাকা আমার।

সহ। তা হবে না, ৩৲ টাকা পাবি।

পান। তবে আমি বাবুকে অন্য ঘরে নিয়া যাব।

সহ। না না—৪৲ টাকা দেব।

পান। তবে তাই দিও। আমি এখন আসি।

পানওয়ালা দারোগা বাবুকে সেলাম করিয়া বিদায় হইবে, এমন সময় দারোগা বাবু ডাকিলেন—"ও পানওয়ালা।"

পান। হুজুর।

দারোগা। যাও কোথায়?

পান। দোকানে।

দারোগা। বিবীর জন্যে মদ-টদ আন্‌বে না?

সহ। আমার চাকর আছে, এনে দেবে এখন।

দারোগা। তবে তুমি যাও, কিন্তু কিছু বক্সিস্ নিয়ে যাও। তুমি মনের মত জায়গায় এনেছে। এই বলিয়া ২টী টাকা ফেলিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

সৌদামিনীর সোহাগ।

পানওয়ালা সেলামের উপর সেলাম করিয়া চলিয়া গেলে দারোগা বাবু বলিলেন "কি খাবেন?"

সৌদামিনী হাসিয়া কহিল "আমরা যা পাই তাই খাই। বাবুদেরই পছন্দ।"

দারোগা। আমি ত এই নূতন ব্রতী। একটু আধটু খাই বইত নয়।

সৌদা। তবে হুইস্কি আনুন।

বেহারাকে বলিল "ওরে একটা গ্রীন্ শীল নিয়ে আয়।"

দারোগা বাবু একখানি ৫৲ টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন।

বেহারা চলিয়া গেলে বলিলেন "আপনার মত ভদ্রলোক খুব কম, এত খাতির যত্ন কম লোকেই কর্‌তে জানে। আপনার আর কে আছেন?"

সৌদা। যম।

দারোগা বাবু সহাস্যে বলিলেন "সে আত্মীয়টা আপনার একলার নয়। কেউ আপন কে রাখেনি কেন!"

সৌদা। অদৃষ্ট, আর তা হলে যে সুখ সোয়াস্তি হবে।

দারোগা। অদৃষ্টই বটে।

বেহারা মদ আনিয়া কর্কস্ক্রু দিয়া বোতলটী খুলিয়া দিল। সোডা সঙ্গেই আনিয়াছিল। বাবু নূতন মদ ধরেছেন শুনে সৌদামিনী নিজেই দুই গ্লাসে মদ ঢালিল। বেহারা যাহা ফেরত

ছিল, তাহা সৌদামিনীর হাতেই দিল, সৌদামিনী সেই টাকা পয়সা বাবুকে দিতে গেলে, তিনি হাসিয়া কহিলেন "ও সব বেহারার।"

বেহারা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল, সৌদামিনী বলিল "তবে যা রে, তোরই রহিল।"

বেহারা গেল বটে, কিন্তু নিশ্বাস ফেলিয়া।

দারোগা বাবু মদ খাইবার আগে বলিলেন "আমার এক গ্লাস জল আর একটা পিক্‌দান দাও। মদ খাইয়া কুলকুচো না করে থাক্‌তে পারি না।"

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি একটা ডাবর আর এক গ্লাস জল দিল, দারোগাবাবু মদ মুখে করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পেটে না গিয়া জল সহযোগে ডাবরের মধ্যেই যাইতে লাগিল। দুই এক পাত্র টানার পর গান চলিল। দারোগা বাবু বাজাইতে পারিতেন, সঙ্গত করিতে লাগিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন "এমন মিষ্টি গলা ত শুনিনি।"

সৌদামিনী। (সহাস্যে) আপনি আমার সবটাই ভাল দেখ্‌চেন।

দারোগা। সত্যই দেখ্‌চি।

সৌদা। জানিনে আজ কার মুখ দেখে উঠেচি।

দারোগা। সেটা আপনি নয়, আমি।

সৌদা। আপনি কোথায় থাকেন?

দারোগা। বৌ-বাজারে।

সৌদা। ছেলে-পুলে কি?

দারোগা। হা অদৃষ্ট! সে সব কিছু না, থাকবার মধ্যে টাকা আছে; আর যম আছে।

সৌদা। বালাই ও কি কথা, স্ত্রীও নেই?

দারোগা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "না।"

সৌদা। তবে ত বড় কষ্ট।

দারোগা। সে কথা আর বল কেন? খেয়ে বসে সুখ নেই, তাই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ভাবি যদি একটা মনের মত লোক পাই তা হলে জন্মের মত রেখে দি।

সৌদা। তার আর কথা।

দারোগা। তা ভাই এমনি অদৃষ্ট যে, একটা মনের মত মানুষ পেলাম না।

সৌদা। আপনার আবার যে বাছাই করা।

দারোগা। তা কি কর্‌বো; যাকে স্ত্রীর মত রাখবো তার বাছাই করবো না?

সৌদামিনী গম্ভীর ভাবে বলিল "বটেই ত।"

দারোগা বাবু তখন বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ খুটিতে খুটিতে বলিলেন "আপনি যদি দয়া করেন, তা হলে আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।

সৌদা। তা আর বেশী কথা কি? রূপে গুণে সব বিষয়েই ত আপনি ভাল।

দারোগা। সে কথা আপনি জানেন, আর যদি আমার কাছে থাকেন তাহলে আরও জান্‌বেন।

সৌদামিনী। "তা ত বটেই বলিয়া আপনার আল্‌তাপরা

পায়ের দিকে চাহিয়া যেন দু-খানি পায়ের কোন্‌টী বড় তাই ভাবিতেছিল।

দারোগা। তবে কি সম্মত আছেন?

সৌদা। আছি বই কি।

দারোগা। তবে কি জানেন আমার কাছে থাক্‌লে আর পুরুষ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনা হবে না।

সৌদা। পোড়া কপাল বন্ধু-বান্ধবের।

দারোগা। তবে আজ থেকেই থাকা হলো। খরচ পত্র দিয়ে যাচ্চি।

সৌদামিনী দুটী হাত তুলিল, সেই অবকাশে আপন বক্ষের সম্পূর্ণত্ব দারোগা বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করাইয়া থাকিতে পারিল না।

দারোগা। কি বল?

সৌদা। এ হপ্তা থেকে নয়।

দারোগা। কেন?

সৌদা। আমায় এক জায়গায় যেতে হবে।

দারোগা। না গেলেই কি নয়?

সৌদা। তা না হলে যেতাম না। সেখানে জোর ৩।৪ দিন দেরী হবে, তার পর আমি আপনারই।

দারোগা বাবু বলিলেন "তবে আমি আশায় থাকি?"

সৌদা। যে কথা দিয়েছি তার নড় চড় নেই, এমন বাপের বেটী নই।

দারোগা। চেহারা আর কথাবার্ত্তায় তা বেশ বুঝেছি।

সৌদা। তা কি সবাই বোঝে। ভদ্র হলে তবে ভদ্রের মান ইজ্জৎ জানে। বেহারা তামাক দে।

বেহারা ইতিপূর্ব্বেই অযাচিত ভাবে তামাকু দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু উভয়ে কথাবার্ত্তায় এত বিভোর যে, সে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই।

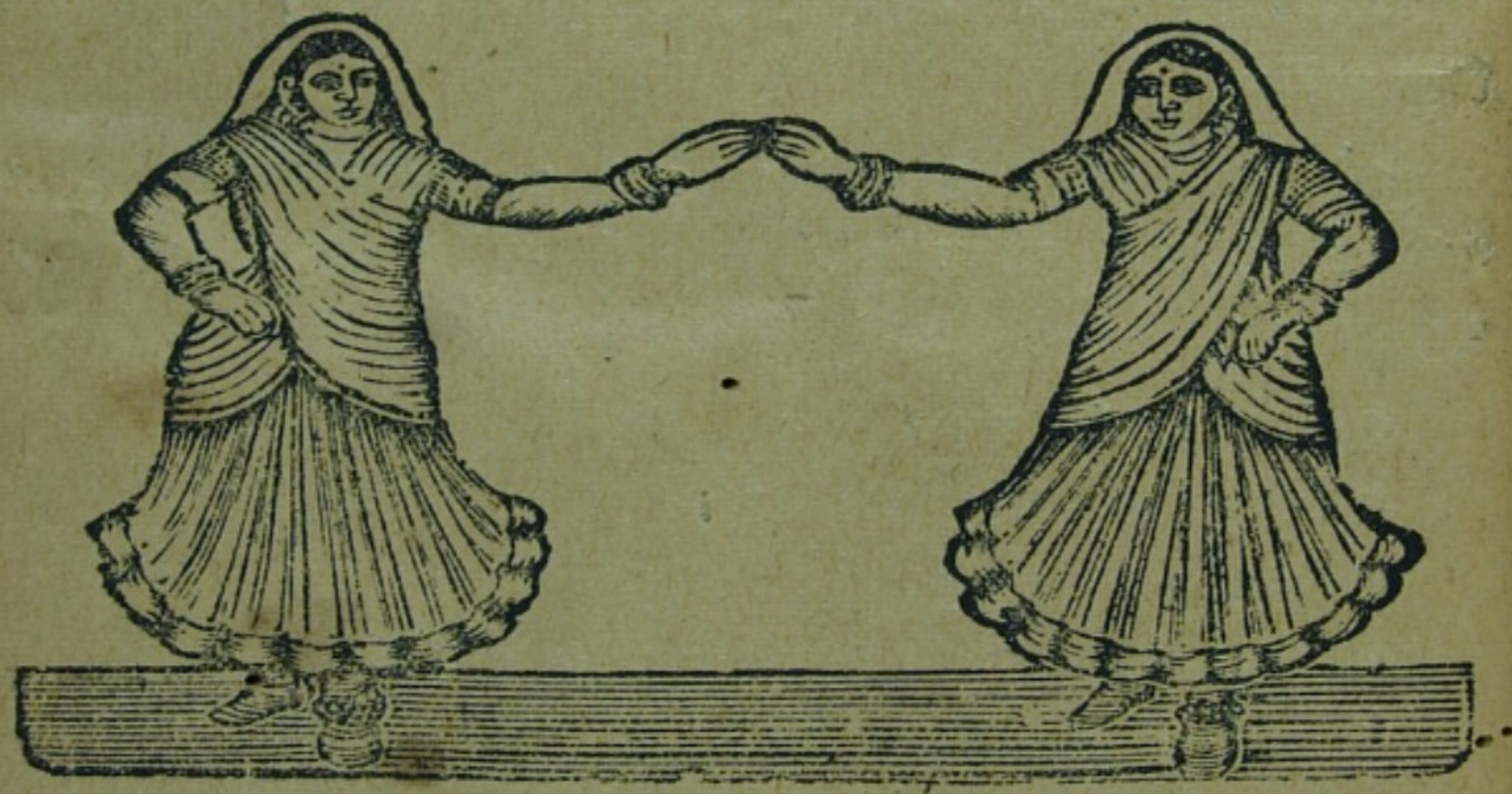

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শঠে শঠে।

দারোগা বাবু খানিক ক্ষণ এক মনে তামাক খাইতেছেন, আর সৌদামিনী এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ছিল। এই বার তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া পড়িয়া বলিল "কি ভাবচো ভাই ?"

দারোগা। সে আর বলে কি হবে ?

সৌদা। মাথা খাও বল।

দারোগা। ও আবার কি কথা ?

সৌদা। তবে বল। না বলো ত আমার মরা মুখ দেখো।

দারোগা। বালাই ও কি কথা! বলি, না গেলে কি নয় ?

সৌদামিনী বলিল "কি জানেন, লোকটা বিপন্ন—বড় দায়ে পড়েছে, অনেক দিনের আলাপ দু-দশ টাকা খেয়েছি তাই।'

দারোগা। তবে ব্যাপার কি আমায় ভঙ্গে বল। যদি নিতান্ত দরকারী হয় যাবে, তা না হলে যাবে না।

সৌদা। কথা গোপনীয়, আপনাকে বল্‌তে পার্‌বো না।

দারোগা। আমাকে এখনও অবিশ্বাস ?

সৌদা। মাপ কর্‌বেন, তা বল্‌তে পার্‌বো না।

দারোগা। সে আপনার ইচ্ছা।

সৌদা। এর পর বল্‌বো।

দারোগা। যে কাজে যাচ্ছেন, তাতে কিছু পাওনা আছে?

সৌদা। কিছু আছে বই কি।

দারোগা। কত?

সৌদা। এই দু পাঁচ শো, আর কি।

দারোগা। এই! এর জন্যে আর যাওয়া কেন, অনুমতি হলে দু-পাঁচশো টাকা আজই দিতে পারি।

সৌদামিনী চমকিল, বলিল "নিতান্ত যদি মানা করেন, তবে যাই না।"

দারোগা বাবুর সে উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য কেন যাওয়া তাই জানা। তাই বলিলেন "যাওয়ার তেমন কি দরকার?"

সৌদা। দরকার তাদের, আর খুবই দরকার।

দারোগা। ব্যাপারটা জান্‌লে বুঝতে পার্‌তাম। নিতান্ত দরকার হলে না গেলে চল্‌বে কেন?

সৌদা। দরকাটা খুবই, এর পর জান্‌তে পার্‌বেন। তবে আমি এখন বল্‌তে পার্‌বো না।

দারোগা বাবু হতাশ হইয়া বলিলেন "তবে ভাই আজ আসি।"

সৌদা। মাইরি! তা হবে না, সেই সকাল বেলা যাবে।

দারোগা। থাক্‌বার আপত্তি ছিল না, "তবে চাকররা জানেনা, আমি কোথা এসেছি, সবাই ভাব্‌বে।

সৌদা। (মানভরে) বলে এসনি কেন?

দারোগা। আমি ত জানিনে।

সৌদা। তবে আবার কবে আস্‌বে?

দারোগা। যে দিন বলো।

সৌদা। আজ হলো শুক্রবার, শনি রবি সোম মঙ্গল, বুধবারে ঠিক। তার কাজ হোক আর না হোক, আমি বুধবারে আস্‌বই।

দারোগা। দেখ ভাই ভুলোনা, আমার এ ক-দিন শয্যা কণ্টকী ধর্‌বে।

সৌদা। সেটা উভয়তঃ।

দারোগা বাবু বিদায় হইলেন, যাইবার সময় তাহাকে ২খানি গিনি এবং চাকরকে ২টী টাকা দিয়া গেলেন।

সৌদামিনীর সে রাত্রি আদৌ নিদ্রা হয় নাই। নূতন বাবুকে কি করিয়া ফাঁদে ফেলিবে, কি করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব নিজস্ব করিয়া লইয়া সোণাগাছির স্বর্ণ-বাই তুল্য হইবে, তাই ভাবিতে লাগিল। কত দেব দেবীকে কত কি মানিল। প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পূজা দিবে বলিয়া স্থির করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কারাগার।

কলিকাতা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামের একটি প্রকাণ্ড বাটির দ্বিতলের মধ্যস্থিত একটি প্রকোষ্ঠে সুশীলা-সুন্দরী বন্দিনী। ঘরটির দরজা জানালা সব বন্ধ, তাহারই মধ্যে একখানি খাটে তিনি বসিয়া আছেন, আর অপর পার্শ্বস্থ একটী খাটে আর একটী যুবক বসিয়া আছেন। ঘরটী বেশ অন্ধকার, কষ্টে লোক চেনা যায়।

যুবকের বয়ঃক্রম আন্দাজি পঞ্চবিংশতি বৎসর, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। এই যুবক যুবতীর একটী অন্ধকার ঘরে সম্মিলন বড়ই বিস্ময়কর। সুশীলা ভাবিলেন যুবক তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতে উপস্থিত, কিন্তু প্রশ্ন করিবার তাঁহার অধিকার কি? তাই তিনি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে ধুবক বলিলেন "আপনি কে?"

সুশীলা। আমি কে তাহা কি আপনি জানেন না?

যুবক। যদি বিশ্বাস করেন, তবে বলি জানি না।

সুশীলা। তবে আপনি কে?

যুবক। বন্দী।

সুশীলা। একি কারাগার?

যুবক। রাজ কারাগার নয়, তস্করের কারাগার।

সুশীলা। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে কলিকাতার এত নিকটে এরূপ নৃশংস ব্যাপার সাধিত হয়।

যুবক। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই। শুনিয়াছি লণ্ডনের ন্যায় বিশাল নগরে ও এরূপ ব্যাপার বিরল নয়।

সুশীলা। আপনি কত দিন এখানে আছেন?

যুবক। প্রায় ১ বৎসর।

সুশীলা। এই ঘরেই কি বরাবর আছেন?

যুবক। এই আলোকহীন ঘরেই আছি, বিশুদ্ধ বায়ু কি তাহা জানি না, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই এক বৎসর দেখি নাই।

সুশীলা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন "কি উদ্দেশ্যে রাখিয়াছে?"

যুবক। কিছুই জানি না। আপনাকে কেন আনিয়াছে?

সুশীলা। তাহাও জানি না।

যুবকক। আমার নিকট উহারা ১লক্ষ টাকা চায়, বলে ঐ টাকা না দিলে ছাড়িবে না।

সুশীলা। আপনার কি অত টাকা আছে?

যুবক। থাকিতে পারে, তবে নগদ ত নাই।

সুশীলা। বোধ হয় আমাকেও সেই অভিপ্রায়ে আনা।

যুবক। হইতে পারে।

সুশীলা। আপনার আর কে আছেন?

যুবক। বৃদ্ধা মাতা মাত্র, বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল, পাষণ্ডেরা এমন সময় আমায় বন্দী করিয়াছে।

সুশীলা। বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু এখন পরিত্রাণের উপায় কি?

যুবক। কিছুই ত দেখি না। আর আপনাকে আমার

ঘরে আবদ্ধ করা ও ভাল হয় নাই—আমাদের উভকেই সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হইবে। তবে সুখ যে দুটা কথা কহিয়া বাঁচিব।

সুশীলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যুবক। সে দিন পাশের ঘরে একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিবার কথা হইতেছিল, তিনিই কি আপনি?

সুশীলা। কি করিয়া জানিব।

যুবক। তিনি ৫লক্ষ টাকার অধিকারিণী।

সুশীলা। ৫লক্ষ টাকা পাইবার আশা ছিল বটে, কিন্তু এখনও পাই নাই।

যুবক। তবে সে আপনারই কথা। আপনার সেই টাকা উহাদের পাইবার আশা।

সুশীলা। আমি না পাইলে উহারা পাইবে কি করিয়া?

যুবক। আমি সে কথার উত্তর জানি না। আজ আমাদের আহার দিতে আসিলে দলের সর্দ্দারকে একবার আনিতে বলিব কি?

সুশীলা। তিনি আসিয়া কি করিবেন।

যুবক। দেখা যাক না, তিনি কি হইলে আপনাকে বা আমাকে মুক্তি দেন। আমি মুক্ত হইলে তদণ্ডেই আপনাকে উদ্ধার করিব, আর আপনি মুক্ত হইলে কোন উপায়ে আমার উদ্ধার করিবেন, এ আশা করিতে পারি।

সুশীলা। আমায় গাড়ীর মধ্যে পুরিয়া আনিয়াছে। কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় আনিয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। বিদায় কালে আবার সেই ভাব হইবে কি না কে জানে।

যুবক। তবে কৌশলে কতক জানা যায়। আমার গাড়ী বন্ধ করিয়া আনে নাই।

এমন সময় খুট করিয়া দরজার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুই জন লোক আহার্য্য ও পানীয় দিবার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

যুবক তাহাকে বলিলেন "আপনাদের কর্ত্তাকে একবার পাঠাইয়া দিবেন কি?"

"বলিতে পারি না,—আপনার প্রার্থনা জানাইব।"

লোকটী আর কোন কথা না কহিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

সুশীলা। এই ভাবেই কি প্রত্যহ আহার্য্য আসে?

যুবক। প্রত্যহ এইরূপে দুইবার করিয়া আহার সামগ্রী দিয়া যায়।

সুশীলা। গৃহান্তরে যাইবার উপায় নাই!

যুবক। কিছু মাত্র না। অধিক কি রাত্রে আলোক পর্য্যন্ত দেয় না মল মূত্র ত্যাগের জন্য পার্শ্বে একটী ঘর আছে।

সুশীল। জানি না, ঈশ্বরের অভিলাষ কি, আরও জানিনা যে তিনি কি পাপের জন্য এইরূপ ঘোরতর শাস্তি দিতেছেন।

সেই অন্ধকার ঘরেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল; কেহ আর কোন কথা কহিলেন না। সুশীলার রজনীতে আদৌ নিদ্রা হইল না। নানা প্রকারের দুশ্চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল! তিনি আহার সামগ্রী কিছুই স্পর্শ করিলেন না, তবে জলপান করিয়াছিলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

——:০:——

উপায় উদ্ভাবন।

পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে একটী দীর্ঘাকার পুরুষ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবকটীর শয্যায় উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটী পিস্তল স্থাপন করিলেন।

যুবক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিস্তল কেন? আমরা কি আপনাকে আক্রমণ করিব বলিয়া ভাবিয়াছেন? সে যাহা হউক, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন কি?

আগন্তুক। এখনি, দুইজনকে দুই লক্ষ টাকা দিতে হইবে।

যুবক। টাকা ত নাই।

আগন্তুক। সে উত্তর আমি দিতে পারি না।

যুবক। টাকা দিবার উপায় বলিয়া দিন।

আগন্তুক। সাধ্য থাকিলে টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি?

যুবক। আছি।

আগন্তুক সুশীলাকে বলিলেন "আর আপনি?"

সুশীলা। অগত্যা।

আগন্তুক। উত্তম, তবে উপায় শুনুন। শচীন্দ্র আপনাকে উইল করিয়া দিয়াছে জানেন কি?

সুশীলা। জানি।

আগন্তুক। সেই উইল বলে আপনি প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পাইবেন।

সুশীলা। পাইলে লক্ষ টাকা আপনার।

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আপনি কি আমার নিতান্ত বালক বলিয়াই মনে করেন, না মনে করেন, যুবতীর—বিশেষতঃ সুন্দরী যুবতীর মুখের সকল কথাই আমার শ্রুতি মধুর ?"

সুশীলা। না, তা কেন।

আগন্তুক। তবে ও কথা কেন? এখানে আগে টাকা দিতে হইবে। জানেন ত আমরা প্রণয়ের দাস নই।

সুশীলা। সত্য, কিন্তু টাকা দিবার উপায় কি ?

আগন্তুক। উপায় আছে বই কি। উপায় না থাকিলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাকে এখানে আনিব কেন ?

সুশীলা। তবে উপায় বলিয়া দিন।

আগন্তুক। আপনি এই যুবককে বিবাহ করুন।

সুশীলা। তা পারি না।

আগন্তুক। কেন ?

সুশীলা। সে উত্তর আপনাকে দিতে ইচ্ছা নাই।

আগন্তুক। আপনার ও রূপ মাধুরী আমার পক্ষে কিছুই নয়, ও ইন্দ্রজালে আমি ভুলি না।

সুশীলা। আমি ভুলিতে বলি না।

আগন্তুক। জানেন আমার ইঙ্গিতে এখনি আপনার সতীত্ব নষ্ট করিতে বহু লোক প্রস্তুত।

সুশীলা কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ঈশ্বর আছেন, সেটা জানেন কি ?"

আগন্তুক। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে সে আমাদের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন ?

সুশীলা। অন্য উপায় কি আছে বলুন।

আগন্তুক। সহজ উপায় ইহাকে বিবাহ করা, বিবাহ করিলে উহাকে ছাড়িয়া দিব, উনি তখন আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের বিষয় বিক্রয় করিয়া দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

যুবক বলিলেন "আমার কোন আপত্তি নাই।"

আগন্তুক। শুনিলে সুন্দরি, একটা রমণীর উদ্ধার জন্য যিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতে চান তিনি। কতদূর স্নেহশীল ও প্রেমিক তাহা বুঝিলেন কি ?

যুবতী নিরুত্তর।

আগন্তুক। কথা কহিতেছ না যে ?

সুশীলা। যে কথা কহিতে আমার অধিকার নাই, সে কথা বলা বৃথা।

আগন্তুক। ও সব মনোবিকারের কথা। আপনার প্রাণে শচীন্দ্রের চিত্র জাগিতেছে। তাই। ও সব ভোজবাজি। প্রেমে কেহ মরে বাঁচে না। সতীত্ব ছায়াবাজি। আর এ বিবাহে সতীত্ব নাশ হইবে না বরং বজায় থাকিবে।

সুশীলা। এ সব কথা অনাবশ্যক।

আগন্তুক। অনাবশ্যক নয়, হয় তুমি উহাকে বিবাহ করিবে, না হয় তোমার একটী গুণ্ডার সঙ্গে বিবাহ দিব। মুসলমানে তোমায় নিকা করিবে; হিন্দু রমণীকে নিকা করা মুসলমানের ধর্ম্ম।

যুবতী নিরুত্তর।

আগন্তুক তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আজ আমি চলিলাম, তোমরা উভয়ে যুক্তি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবে, কাল ইহার উত্তর লইতে আসিব।"

সুশীলা। কেন বৃথা সময় নষ্ট করা, আপনার কথার উত্তর এই যে, আমি কিছুতেই সম্মত নহি।

আগন্তুক। উত্তম।

এই বলিয়া একটী বংশীধ্বনি করিল, অমনি কৃতান্তসম তিন জন লোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল "হুকুম।

আগন্তুক। এই স্ত্রীলোকটীকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইয়া ইচ্ছামত ইহার ধর্ম্ম নষ্ট করগে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

বাঘিনী।

তাহারা সুশীলাকে ধরিতে উদ্যত হইল, এমন সময় যুবক বলিলেন "আচ্ছা আজ থাক, কাল যাহা হয় হইবে।"

তখন আগন্তুক সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিল "তবে কি কাল উত্তর পাইব ?"

সুশীলা। আমার আর নূতন উত্তর নাই, আপনাদের ক্ষমতায় যাহা করিতে হয় করুন, কিন্তু জানিয়া রাখিবেন যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে।

যুবক। আপনারা আমার কথা রাখুন, কাল নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা হইবে।

সকলে চলিয়া গেল। কিন্তু যুবক বলিলেন "উপস্থিত বিপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনি কি বলেন ? আমারও আপনাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা, এই কয়দিন মধ্যে আপনার উপর আমার যে প্রকার প্রাণের ভালবাসা জন্মিয়াছে তাহা আর বলিয়া কি জানাইব। যদি বিবাহ করিলে উভয়ে অব্যাহতি পাই তাহাতে আপত্তি কি ? পাষণ্ডেরা আপনার সতীত্ব নিশ্চয়ই নষ্ট করিবে। তাহা অপেক্ষা বরং আমায় বিবাহ করিয়া সে দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করা শ্রেয়ঃ।

সুশীলা নীরব।

যুবক। আরও দেখুন, টাকা আপনার যাইবে না; আমি যে কোন উপায়ে পারি সপ্তাহ মধ্যে দুই লক্ষ টাকা দিব।

সুশীলা নিরুত্তর।

যুবক। কথা কহিতেছেন না যে?

সুশীলা। এ কথার উত্তর কি" এখন বুঝিলাম আপনিও দলভুক্ত একজন।

যুবক। এ আপনার অন্যায় ধারণা।

সুশীল। কিছুমাত্র না।

যুবক। যদি তাই হয়, তাহা হইলে আপনাকে লক্ষ টাকা দিতে হইবে ত?

সুশীলা। নাই, থাকিলেও দিতাম না।

যুবক। এই কি সৎযুক্তি?

সুশীলা। সৎ অসৎ বুঝিব কি করিয়া। আপনারা ভদ্র সন্তান হইয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধনে কেন এত উৎসুক?

যুবক। আমি আপনার মঙ্গলকাঁমী।

সুশীলা। ধন্য আপনার মঙ্গলকামনা। বুঝিলাম আপনারাই শচীন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেত বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এখন আমার সর্ব্বনাশ সাধনে যত্নপর।

যুবক। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে নীরবে আমাদের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য।

সুশীলা। আমি জীবনের মায়া রাখি না।

যুবক। উত্তম, আমি যে সুখাভিলাষে আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাছিলাম, বিনা বিবাহে সেই সুখ উপভোগ করিব।

সুশীলা। প্রাণ থাকিতে নয়।

যুবক। ক্ষমতার পরীক্ষা এখনই হইবে।

সুশীলা। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে সে কিছুতেই ভীত নয়।

যুবক। তবে এক কাজ কর।

সুশীলা। কি?

যুবক। তোমার উইলপ্রাপ্ত সম্পত্তি আমার বিয়ক্রকোবালার দ্বারা হস্তান্তর কর।

সুশীলা। সেত বিনা রেজিষ্ট্রীতে হইবে না।

যুবক। সে উপায় আমরা করিব।

সুশীলা। উপায়টা কি?

যুবক। দলিল সহি করিয়া দিলে কমিশন দ্বারা রেজিষ্ট্রী হইবে। রেজিষ্ট্রী দরজার বাহিরে থাকিবেন। অন্য স্ত্রীলোক তোমার হইয়া উত্তর দিবে। তুমি কেবল দলিল সহি করিবে, আর তাহাতে টিপ দিবে।

সুশীলা। যদি তখন চিৎকার করি?

যুবক। সে চিন্তা নাই; মুখ বাঁধিয়া রাখিব।

সুশীলা। সহি দিব না।

যুবক। ক্ষমতা থাকে কর'ইব।

সুশীলা। তবে তাই হোক।

যুবক। "বল কি?" এই বলিয়া যুবতীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।

যুবতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি রিভল্‌ভার বাহির করিয়া সুপ্তোত্থিতা বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "সাবধান" যদি জীবনের মায়া থাকে আর অগ্রবর্ত্তী হইও না।

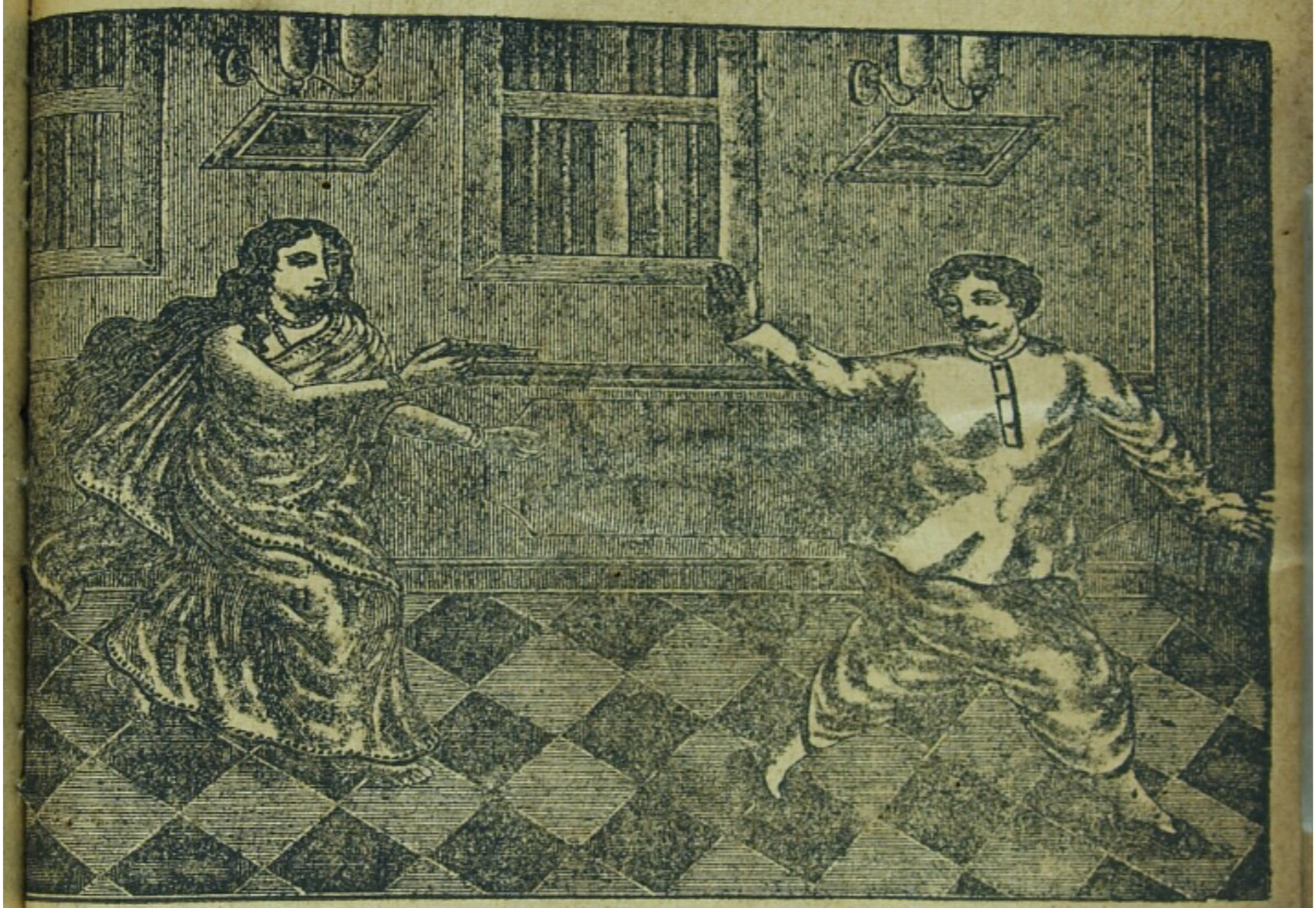

যুবতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী রিভল্‌বার বাহির করিয়া ক্ষিপ্তোত্থিতা বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন “সাবধান, যদি প্রাণের মায়া থাকে আর অগ্রবর্ত্তী হওনা।”

যুবক স্তম্ভিক ভাবে দাঁড়াইলেন।

সুশীলা আবার বলিলেন "এখনি চলিয়া যাও, নতুবা গুলি করিব।"

যুবক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

——ঃ০ঃ——

দলিল রেজিষ্টী।

দারোগা বাবু ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী সহ বেলা ঠিক ৩টার সময় একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী করিয়া সৌদামিনীর বাটীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং গাড়ীর মধ্য হইতে খড়খড়ির একটী পাখী সাঁমান্য মাত্র ফাঁক করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় চারিটার সময় একটী লোক সৌদামিনীর গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই সৌদামিনীর বেহারা আসিয়া গাড়োয়ানকে বলিল "ভাড়া যাবে ?"

গাড়োয়ান উত্তর দিল আমার সওয়ারী আছে।"

বেহারা মোড় হইতে একখানি গাড়ী আনিল। তাহাতে সৌদামিনী ও সেই লোকটী চাপিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দারোগা বাবুর গাড়ীও গোপনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

প্রথম গাড়ীখানি শিয়ালদহ ষ্টেশনের ধার দিয়া সার্কু লার রোড হইয়া মাঠে পড়িল, তাহার পর সোজা খিদিরপুরের রাস্তায় যাইয়া সোণাইয়ের দিকে চলিল। শেষে একটী বাটীর দরজায় আসিয়া লাগিল। বাটীটী দ্বিতল ছোট আকারের।

সৌদামিনী অবগুণ্ঠবতী হইয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিল, লোকটী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

দারোগা বাবুর গাড়ী কিয়দ্দুরে দাঁড়াইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবরণ করিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিলেন এবং যে গৃহে

সৌদামিনী প্রবেশ করিয়াছিল তাহারই সম্মুখের একখানি খাবারের দোকানে আশ্রয় লইতে গেলেন।

দোকানদার বলিল "কি চান বাবু?"

"কিছু খাবার।"

"যা ইচ্ছে নিন্।"

তখন উভয়ে বেশ করিয়া জলযোগ করিলেন। শেষ দারোগা বাবু তামাকু খাইতে খাইতে বলিলেন "আমরা আজ রাত্রে এইখানে থাকিব, একটু স্থান দিতে হইবে।'

"স্থান ত নাই মহাশয়।"

"না দিলে বিদেশী লোক যাই কোথায়? ভাড়া না হয় ২৲ টাকা এক রাত্রের জন্য দিব।"

দোকানদারের মতি ফিরিল, বলিল "তবে না হয় থাকুন, কিন্তু ঐ রাস্তার দিকের তক্তাপোসে দুজনে শুতে হবে। আর তক্তোপোষ নাই।"

"তাতে রাজি আছি।"

তাঁহারা রাত্রে সেই খানেই রহিলেন। প্রভাত হইলে দেখিলেন, তখনও বাটীর দরজা বন্ধ।

দারোগা বাবুকে এখন আর চিনিবার উপায় নাই, তিনি মাথায় মস্ত চুল ও গালে দাড়ি বাগাইয়াছেন। সেই বেশে দারোগা বাবু কোথায় চলিয়া গেলেন, ডিটেক্‌টিভ দোকানেই রহিলেন।

বেলা প্রায় দুইটার সময় বাটীর দরজা খোলা হইল, খোলা হইল মাত্র কিন্তু জনপ্রাণী কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না।

বেলা প্রায় ৩টার সময় একজন হিন্দুস্থানি দরোয়ান আসিয়া দরজায় বসিল।

বেলা ৫টার সময় একখানি গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল, সত্য সত্যই রেজিষ্ট্রার বাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে আছে একজন চাপরাসী ও একজন কেরাণী। কিন্তু আর একটী লোক গাড়ীর ছাতে বসিয়াছিল।

সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথায় প্রায় ১৫মিনিট কাল অবস্থিতির পর বাহিরে আসিলেন। রেজিষ্ট্রার বাবুর হাতে একখানি দলিল। তিনি আবার গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

পথিমধ্যে দারোগা বাবু তাঁহার গাড়ী থামাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রেজিষ্ট্রার বাবু বলিলেন আপনি কে?

"পুলিশ কর্ম্মচারী।"

"কি আবশ্যক?"

"আপনি যে দলিল খানি এই মাত্র রেজিষ্ট্রী করিয়া আসিলেন; তাহা আমার একবার দেখা আবশ্যক। আমি একটী খুনি আসামী গ্রেপ্তারের জন্য ছদ্মবেশে বেড়াইতেছি।"

"আপনাকে ত আমি চিনি না।"

দারোগা বাবু তাঁহাকে একখানি কাগজ দেখাইলে রেজিষ্ট্রার বাবু তখন দলিল খানি তাঁহাকে দেখিতে দিলেন। তিনি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন দলিল খানি বিক্রয় কোবালা। নিখিল নাথের স্ত্রীর নামে লেখাপড়া হইয়াছে। সুশীলা স্থায়ী ভাবে বিলাতে বাস করিবেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহার কলিকাতার বাটী এবং শচীন্দ্র

বাপের সমস্ত সম্পত্তি এবং তাহার কোম্পানি কাগজের যথাশ উদ্ধারসাধন হয় তাহা হইলে তাহার ভাবী সত্ত, মোট পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিতেছেন।

দারোগা বাবু বলিলেন "আপনার এলাকা ভুক্ত কোন সম্পত্তি না থাকিলেও কি দলিল রেজিষ্ট্রী হয় ?"

"সম্পত্তি আছে যে।"

তিনি এই বলিয়া চৌহদ্দি মধ্য হইতে একটী সম্পত্তি দেখাইয়া দিলেন দারোগা বাবু দেখিলেন প্রায় একমাস পূর্ব্বে সোনাইয়ের ৪ কাঠা জমি সুশীলা ১৫০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাও বিক্রয় হইয়াছে।

দারোগা। এ সম্পত্তি সত্যই ক্রয় হইয়াছিল ?

রেজিষ্ট্রার। দলিলে ত উল্লেখ রহিয়াছে দেখিতেছি।

দারোগা। ঠিক জানা যায় কি করিয়া ?

রেজিষ্ট্রার। কাল আমার আফিসে যাইবেন।

দারোগা বাবু তাহাই করিলেন। দেখিলেন সত্য সত্যই সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে। সম্পত্তি বিক্রেতার বাটীতে যাইয়া সন্ধান লইলেন. শুনিলেন বিক্রয় সত্য। দারোগা বাবু নিজের তদন্ত শেষ করিলেন বটে কিন্তু, দলিল খানা যে জাল এবং যে সুশীলা সুন্দরী রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছে সেও যে জাল; তাহা আর রেজিষ্টার বাবুকে বলিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নূতন সংবাদ।

দারোগা ভাবিয়াছিলেন দলিলে স্বাক্ষর হইবে কি করিয়া, কিন্তু দলিল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এ যে সেই সুশীলার সত্যের লেখা, তাহার উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ সুস্পষ্ট "লুপ" শ্রেণীভুক্ত। তবে কি ঐ বাটীতে সুশীলা আছে। যদি থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয় ধরা যাইবে। এই আশায় তিনি তাড়াতাড়ি দোকানে ফিরিলেন। তখন প্রায় বেলা ৩টা।

ঠিক সেই সময়ে একখানি গাড়ী আসিল। গাড়ী খোলা। তাহাতে সৌদামিনী ও অপর একটী লোক উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান বাটীর চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। দারোগা বাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি কার লোক?"

দারোয়ান বলিল "বাড়ীর মালিকের।"

উহারা কে?

ভাড়াটীয়া, এক সপ্তাহের জন্য ভাড়া লইয়া ছিল।

তবে সুশীলা গেল কোথায়? আর কেই বা সুশীলার হইয়া সহি করিল? সৌদামিনী ত ইংরাজী জানে না, আর জানলেও ঠিক সুশীলার মত সহি করিল কি করিয়া? এইরূপ নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া পুলিস কর্ম্মচারীদ্বয় কলিকাতায় ফিরিলেন। আহারান্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলেন মীস্ সুশীলা সুন্দরী বসু জাহাজ ভাড়া করিয়াছেন এবং পি এণ্ড ও, মেলে বম্বে হইতে বিলাত যাইতেছেন। কি সর্ব্বনাশ!

সুশীলা কি সত্য সত্যই বিলাত যাইতেছেন? না এ একটা ভীষন কল্পনা। দারোগা বাবু তদ্দণ্ডেই বম্বে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তখন সব ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার পর দিন যাইতে হইল।

বম্বে পৌছিয়া শুনিলেন জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে এবং জাহাজে সত্য সত্যই সুশীলা সুন্দরী বসু নাম্নী একটী স্ত্রীলোক গিয়াছেন। তিনি ত অবাক হইয়া গেলেন, কি করিবেন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এডেনের পুলিশ বিভাগে টেলিগ্রাফ করিলেন—যে সুশীলা সুন্দরী বসু নামে যে যাত্রী আছেন তাঁহার ফটোগ্রাফ লইতে এবং তাঁহার বাসস্থান ইত্যাদি কোথায় তাহা জানাইতে। যথা সময়ে টেলিগ্রাফ আসিল "ফটো লওয়া হইয়াছে, তাহা রেজিষ্ট্রী ডাকে পাঠাইলাম। স্ত্রীলোকটীর নাম মিস্‌হানা রোডগারস, কলিকাতার কোন সুশীলা সুন্দরীর লণ্ডন যাইবার কথা ছিল এবং সেই উদ্দেশে ফাষ্ট ক্লাসের এক-খানি টিকিটও কেনা হয়, কিন্তু তিনি যাইতে না পারায় সেই টিকিটখানি অর্দ্ধ মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করা হইয়াছে, সুতরাং তিনি ঐ নামেই যাইতেছেন।"

দারোগা বাবু বুঝিলেন যে, সুশীলার জীবন বোধ হয় নাই, সেই জন্য এই সব ভাব। এখন আর কার সঙ্গে অঙ্গুলীর ছাপ মিলাইবে, আর কার সঙ্গেই বা হাতের লেখার মিল হইবে ভাবিলেন, সব দিকই গেল।

তিনি আবার হতাশচিত্তে কলিকাতায় ফিরিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আবার সৌদামিনী।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরই দারোগা সৌদামিনীর ভবনে উপস্থিত। দেখিলেন সৌদামিনী একাকিনী বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে আহ্লাদে গদ গদ হইয়া সাদর সম্ভাষণ করিল।

তখন দারোগা বাবু বলিলেন "আমি অধীর হইয়াই আপনার সন্ধানে আসিয়াছি।"

"ধৈর্য্যচ্যুতি এক পক্ষে নয়।"

"কাজ শেষ হইয়াছে?"

"হঁা।"

"আপনি কোন বিশেষ কাজেই গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কি জানেন আজকালের লোকে নানা উপায়ে লোককে বিপদে ফেলে, বিশেষতঃ আপনাদের মত স্ত্রীলোককে।"

"আমি তেমন কাজ করিব কেন?"

"সত্য, কিন্তু আপনি যে দিন যান, সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়াছিলাম, মনে হইল আপনি কোন কারণে না যাইলেও যাইতে পারেন।"

"তাত বটেই।"

আসিয়া দেখি একটি স্ত্রীলোক এই দরজায় ব'সে। আপনি কবে আস্‌বেন জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লে "বেশী দেরি হবে না, একটী দলিল রেজিষ্ট্রী কর্‌তে গেছে বই ত নয়।

সৌদামিনীর মুখ শুকাইল, বলিল "সে কি, আমি কি কর্‌তে যাচ্চি সে জান্‌লে কি করে ?"

"তা আমি জানি না।'

"স্ত্রীলোকটী দেখ্‌তে কিরূপ ?'

"মাঝামাঝি বয়স, আন্দাজ ৩৮ বৎসর।"

"ফরসা ?"

"বেশী নয়।"

"লম্বা রকমের ?"

"হ্যাঁ লম্বাই বটে।"

"তবে বুঝি লক্ষ্মী।"

সৌদামিনী লক্ষ্মীকে ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু দারোগা বাবু তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন "ডাকা ডাকির কোন দরকার নেই, কেবল লোক জানা জানি করা। আপনার সঙ্গে এতটা মাখামাখি না হলে এত কথা বল্‌তাম না।"

কাজটা রেজিষ্ট্রী বটে, কিন্তু তাতে আমার ভয় নেই।

ভয় আছে কি না তা বুঝা আপনার পক্ষে সহজ নয়। নিজের বিষয় কি বেচ্‌লেন ?

এর পর বল্‌বো, এখন থাক্।

আমার জানার আবশ্যক বড় কম, কারণ আমি সব স্কান নিয়েছি।

"কোথায় ?"

"রেজিষ্ট্রী আফিসে।"

আপনি সত্তিই তবে আমার জন্যে ভাবেন। কোন দোষ হয়েছে কি ?"

আমিত দেখলাম না। তবে যে লোকটার কথায় এ কাজ করেছেন তিনি ত বিশ্বাসী।"

"আমার অনেক দিনের বন্ধু।"

"নাম কি ?"

"অবিনাশ বাবু।"

"কোথায় থাকেন ?

"গরাণ-হাটায়।"

"বোধ হয় তাঁর স্ত্রীরই বিষয় ?"

"না, তার বন্ধুর স্ত্রীর।"

তাঁর বন্ধুটীর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ?

সামান্য, তবে অবিনাশ বাবুর খাতিরে তাঁর উপকার করা।

রেজিষ্ট্রী ব্যাপাপারখানা কিরূপ ?

রেজিষ্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—আর আমি ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিলাম।

কি কি প্রশ্ন হইল, আর আপনিই বা কি উত্তর দিলেন ?

আমার নাম বলিলাম "সুশীলা সুন্দরী" পিতার নামও বলিলাম, কি বিষয় বিক্রয় করিতেছি তাহা বলিলাম, তাহার পর আমার হইয়া একটী লোক সহি করিয়া দিল।

সে কে ?

তা জানি না।

টিপ দিল কে ?

যে লোকটী সনাক্ত করিল সেই। সে গাড়ীর উপর বসিয়া রেজিষ্ট্রার বাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল।

দারোগা বাবু বুঝিলেন সৌদামিনী ফরসা। তাহাকে ধরিতে ছুইতে নাই। তখন দারোগা বাবু বলিলেন "অবিনাশ বাবু আজ আসিবেন না ত ?"

তিনি আসিবেন বটে, তা আসিলেই বা। আপনাকে ত আর তিনি চিনেন না।

তাতে কাজ নাই। আমি আজ আসি।

অগত্যা সৌদামিনী তাঁহাকে বিদায় দিল; সে দিন আর কিছুই পাইল না।

দারোগা বাবু সৌদামিনীর বাটী হইতে আসিয়া একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী করিয়া বটতলার থানায় গেলেন এবং সেখান হইতে দুই জন কনেষ্টবল আনিয়া সোণাগাছি গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠিক রাত্রি দশটার সময় একটী বাবু সৌদামিনীর ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া নামিয়া আসিলেন। তিনি বরাবর চিৎপুর রোড দিয়া বিডন ষ্ট্রীটের দিকে চলিলেন। পরে গরাণহাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তখন দারোগা পার্শ্বস্থ বাটীর একটী লোককে জিজ্ঞাসায় জানিলেন অবিনাশ চন্দ্র নামক একটী লোক এই বাটী প্রায় ৫ মাস হইল ভাড়া লইয়াছেন।

দারোগা বাবু অবিনাশ বাবুর দরজার কড়া নাড়িলেন। ভিতর হইতে কে বলিল, কেও ?"

অবিনাশ বাবু আছেন।

কে মহাশয়?

বাহিরে আসিলে চিনিবেন।

তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন "আপনি কে ?"
আমি সৌদামিনীর বাটী হইতে আসিতেছি।"
কি আবশ্যক ?
আপনাকে একবার যাইতে হইবে, বিশেষ আবশ্যক।
আমি ত এই আসিতেছি, এখনও কাপড় ছাড়িনি।
তা জানি, কিন্তু আপনাকে একবার যাইতে হইবে।
তবে চলুন।

তাঁহারা গরাণহাটার মোড়ের তাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার, গাড়ী ও কনেষ্টবলদ্বয় অপেক্ষা করিতেছিল। দারোগা বাবু অবিনাশ বাবুকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। তিনি উঠিলে, দারোগা বাবুও উঠিলেন, গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী অন্য দিকে যায় দেখিয়া অবিনাশ, বাবু বলিলেন। "কোথায় যাইতেছেন ?"

আপনি আমার বন্দী। আমি পুলিশের লোক।

সন্দেহ ঘুচিল। দেখিলেন কোচবাক্সে ও পশ্চাতে দুইজন কনষ্টেবল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

অবিনাশ বাবুর এজাহার।

থানায় পৌঁছিয়া অবিনাশ বাবুর এজাহার লওয়া হইল। দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "নিখিলনাথ মিত্রকে চিনেন ?"

না।

তবে কাহার জন্য সৌদামিনীর সাহায্যে এত করিলেন ?

বরদা চরণ বসুর জন্য।

তিনি কে ?

আমার একটী বন্ধু।

কোথায় আলাপ হইয়াছিল ?

কাশীতে তার পর তাঁর সঙ্গে আগ্রা যাই।

সেখানে কত দিন ছিলেন ?

একদিন মাত্র।

কেন সঙ্গে গিয়াছিলেন ?

আমি কাশীতে বেকার বসিয়াছিলাম, বরদা বাবু একটি দোকান খুলিয়া আমায় শূন্য বখ্‌রাদার করিবেন বলিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া যান! কিন্তু তিনি আগ্রা যাইয়াই বলিলেন লোকে তাঁহার ভগিনীকে ঠকাইয়া সর্ব্বস্ব লইতেছে তাই শীগ্‌গির কলিকাতা যাইতে হইবে।

আপনি সঙ্গে আসিলেন ?

আসিলাম বই কি, তিনি, আমায় কাশী হইতেই মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে এসিসটেণ্ট নিযুক্ত করিয়া ছিলেন।

তাঁহার ভগ্নীকে দেখিয়াছেন ?

না।

তাঁহার ভগ্নীর নাম কি ?

সুশীলা-সুন্দরী।

শুনিলাম সুশীলা-সুন্দরী নাকি বিলাত গিয়াছেন ?

সব মিছা, সুশীলা সুন্দরী মরণাপন্ন পীড়িতা, শীগ্‌গিরই মারা যাইবেন। সেই "মরা খবর গোপন রাখিয়া বিলাত গিয়াছেন বলিলে আর গোলমাল হইবে না! সেই জন্য তাঁহার নামে একটী ফাষ্ট ক্লাস টিকিট কেনা হয়। সে টিকিট আবার একটী মেমকে বিক্রয় করি, কিন্তু বলা থাকে তিনি সেই নামেই যাইবেন।"

তার পর ?

তার পর বিলাতে কোথায় আছেন তার ঠিকানা কে লইবে ?

সুশীলা মরিয়াছেন কি।

তা ঠিক জানি না।

বরদা বাবু কোথায়।

তাও জানি না।

তবে দেখা সাক্ষাৎ হয় কি প্রকারে ?

তিনিই আসিয়া আমায় ডাকিয়া নেন।

আপনি এই সকল জাল জুয়াচুরি করিলেন কেন।

বন্ধুর উপকারার্থে।

এখন আপনাকে ত জেল খাটিতে হইবে।

আমি এতটা, পূর্ব্বে ভাবি নাই।

নিখিলনাথ আর বরদা বাবু তবে একই লোক?

তাও জানি না।

রেজিষ্ট্রীর সময় উপস্থিত ছিলেন?

ছিলাম।

কে দলিলে সহি করিল?

তাহাকে বরদা বাবু পাঠাইয়া ছিলেন। সে সকলের লেখার অবিকল নকল করিতে পারে।

দলিলে কে টিপ দিল?

সেই।

সৌদামিনীকে কি দিয়াছিলেন?

একটি সোণার ঘড়ী, ১ছড়া চেন, আর দুটা আংটী।

জিনিষ দেওয়া কেন?

টাকা নগদ ছিল না বলিয়া; কথা আছে হাজার টাকা দিয়া জিনিসগুলি ফেরৎ লওয়া হইবে।

আজ কি দিলেন?

পঞ্চাশ টাকা।

যদি সেই বরদা চরণকে ধরাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে, নতুবা তোমার ঘোর বিপদ।

তার আর ভাবনা কি? তিনি নিশ্চয় ২।১ দিন মধ্যে আমার বাসায় আসিবেন। সেই সময় ধরাইয়া দিব।

আমার লোক তোমার বাটীতে থাকিবে, তুমি ইহার মধ্যে

বাটীর বাহির হইতে পারিবে না, সে যেই আসিবে অমনি ধরাইয়া দিবে।

তাহাতে সম্মত আছি।

দারোগা বাবু তাহার সঙ্গে লোক দিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। বরদা বাবু আর আসিলেন না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

কাকস্য পরিবেদনা।

এক দিন দুই দিন করিয়া সপ্তাহ কাটিয়া গেল কিন্তু বরদা চরণের আর সাক্ষাৎ না পাইয়া দারোগা বাবু বুঝিলেন, যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কিরূপ লোক। কিন্তু উপায় কি? অবিনাশ বাবু এখন কেবল রোদন করে; কিন্তু চক্ষের জলে ত পুলিশ ভুলে না।

দারোগা বাবু জেলা ২৪ পরগণার প্রতি থানায় প্রতি আউট-পোষ্টে চৌকিদারের হাজিরার দিন উপস্থিত থাকেন এবং তাঁহাদিগকে নানারূপ জিজ্ঞাসাবদি করেন। একদিন ওয়াটগঞ্জ থানার এলাকার একটি বৃদ্ধ চৌকিদার বলিল "আমাদের গ্রামের একটা খালি বাড়ী ভাড়া হইয়াছে।"

দারোগা। কে ভাড়া লইয়াছে?

চৌকি। তা জানি না হুজুর, জন কয়েক বাবু।

দারোগা। সেখানে তারা কি করে?

চৌকি। পুকুরে ছিপে মাছ ধরে আর খায় দায় থাকে।

দারোগা। কতদিন তারা এসেছে?

চৌকি। বেশী দিন নয় জোর দু-মাস।

দারোগা বাবু ডিটেক্‌টিভ বাবুকে সঙ্গে লইয়া চৌকিদারের সঙ্গে তথায় গেলেন। দেখিলেন বাড়িটি বড় বটে কিন্তু সংস্কারাভাব। চতুর্দ্দিকে কম্পউণ্ড—তাহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, দুইটা পুষ্করিনীও আছে, জানালা দরজার রং উঠিয়া

সাদা কাঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা দুই জনে সন্ধ্যার সময় আস্তাবলের ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় লইলেন। তাহার স্থানে স্থানে ভাঙ্গা ইট, তাহাতে গাছ জড়াইয়া আছে—মেজেয় সেওলা, বরগা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—এইরূপ অবস্থা। বাটিতে লোক আছে বুঝিলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কেহ নাই। একটা চাকর বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। একটু বেশী রাত্রে তাঁহারা দুই জনে ধীরে ধীরে গৃহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। এদিক ওদিক দেখিলেন চতুর্দ্দিকে চাবি বন্ধ। দুই একটী ঘরে আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছিল বটে কিন্তু সেখানে যাওয়া ভার।

ক্রমে অতি কষ্টে তাঁহারা বাহিরের একটি কাঠের সিড়ি দিয়া উপরের একটী বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের আগমনে দুই একটা চামচিকা ঘোর বিরক্ত হইয়া উড়িয়া তাঁহাদের অঙ্গে তাহাদের ক্ষীণ পদাঘাত করিতে লাগিল। সে অত্যাচারে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেই অধ্যবসায়ে বুঝি বিরক্ত হইয়া চামচিকাকুল স্থানান্তরে গেল।

তাহারই পার্শ্বেই একটী ঘরে যেন কে কথা কহিতেছে। কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, এইরূপ দু একটা কথা কাণে গেল :—

"আর কেন, সাফ্ করিয়া ফেলা যাক্।"

"কাছে এগুনো ভার, নিশ্চয় গুলি কর্‌বে।"

"আমি তার উপায় করিয়াছি।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

ভূত নাকি ?

দারোগা বাবু অল্পক্ষণ পরে ডিটেক্‌টিভ বাবু সহ ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিলেন – কিন্তু সব দরজা বন্ধ, লোকজনের সাড়া শব্দ নাই। এমন সময় দেখিলেন একটী পার্শ্বের দরজা খোলা রহিয়াছে, তাহা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন কিন্তু সব অন্ধকার। কিন্তু তাহারই কিছু দূরে একটী ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ হইতেছে, তাঁহারা দ্রুত পদে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ঘরে ক্ষীণ দীপালোকে অন্ধকার সামান্য মাত্র নষ্ট হইয়াছে এবং তদ্দারা যাহা দেখা গেল তাহাতে দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক আলুলায়িতা কেশে রিভল্‌ভার হস্তে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে আর তাহারই অনতি দূরে একটী বিকট আকার পদার্থ বিকট শব্দ করিয়া বিভৎস ভাবে লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে।

এ কি ? এমন ভয়ঙ্কর জীবের অস্তিত্ব ত কখন জানা ছিল না। লম্বা নাসিকা, আরক্ত বিশাল চক্ষু, বিকট দন্তপুংক্তি, মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শৃঙ্গ। মুখমণ্ডল ও হাত দুইখানি দিয়া আলোক প্রকাশ হইয়া সেই ভীষণ জীবের ভীষণ ভাব সমধিক বর্দ্ধিত হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ বিকট কৃষ্ণবর্ণ।

সংজ্ঞাহীনা রমণীটি সম্ভবতঃ সুশীলা সুন্দরী। আলুলায়িতা কেশে. আলু থালু বেশে বিগত চেতন হইয়া ভূমি শয্যায় শায়িতা, হস্তে এখনও সেই ক্ষুদ্র রিভল্‌ভারটি দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ। এই

নিকট জীবকে দেখিয়াই যে তিনি চেতনা হারাইয়াছেন তাহা বেশ বুঝা গেল।

এটা ভূত নাকি? এমন ভীষণ বস্তু যদি ভূত না হয় তবে আর ভূত কোথায়? শরীরে রক্ত যেন সব জমিয়া যাইতে লাগিল, হৃদয়ের গতি যেন ক্রমে রোধ হইতে লাগিল।

দারোগা বাবু ডিটেক্‌টীভ বাবুকে আস্তে আস্তে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "ব্যাপার কি?"

"কিছুত বুঝিতে পারি না।"

"উহাকে ঝাপ্‌টাইয়া ধরিতে পারিবেন?'

"সাহস হয় না, মানুষ হইলে সঙ্গে নিশ্চয় অস্ত্র শস্ত্র আছে।'

"মানুষ ত বটেই।"

"তাহা হইলেও ধরা ঠিক নয়।' আমরা দুই জন মাত্র।"

"কিন্তু আর সময় নষ্ট করা যায় না; এখনি হয় ত সুশীলার জীবন শেষ হইবে।"

"এখন কি করা যায়?'

"তবে দেখ' এই বলিতে বলিতে দারোগা বাবুর পিস্তল শব্দে অগ্নি উদ্গিরণ করিল। ভূত "বাপ্‌' বলিয়া পড়িয়া গেল।

সঙ্গে বাতি ও দীপশলাকা ছিল নিমেষ মধ্যে দুই তিনটি আলো জ্বলিল; ঘর সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হইল, কিন্তু কি ভীষণ দৃশ্য! রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া এ কে? পার্শ্বে মেজের উপর রিভল্‌ভার হস্তে যে রমণীটি সংজ্ঞাহীনাবস্থায় ভূপতিতা ছিলেন, তিনি সুশীলা সুন্দরী।

দারোগা বাবু ভূতের মাথা ধরিয়া নাড়া দিলেন, দেখিলেন

বিংশতি মুখস তায় দাড়ি গোঁপ লাগান, মাথায় সিং, সমস্তই ফস্ফরাস্ প্রভৃতি পদার্থ সংযোগে দীপ্তিমান, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ বসনে আচ্ছাদিত। মুখস খুলিয়া দেখিলেন এ আর কেহ নয় সুশীলার সেই বেহারা।

তখন তাঁহারা সুশীলাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মলিন মুখভাব, চক্ষু কোটর গত, নিশ্বাস রুদ্ধ; হস্ত পদ শীতল, তবে কি সুশীলা মারা গিয়াছেন?

তখন ডিটেক্‌টিভ বাবু আর একটি আলো জ্বালিয়া জলের অনুসন্ধানে গেলেন। কক্ষান্তরে জল ছিল, আনিয়া বদনে সিঞ্চন করিলেন. সুশীলার ক্রমে একটু চেতনা হইল, মুখে একটু জল দিলে অনুগ্রহের সহিত তাহা পান করিলেন, ক্রমে বাহু উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন "আমি কোথায়।"

দারোগা। ভয় নাই।

আপনি দারোগা বাবু নন্?

হ্যাঁ।

তবে কি ভুত মিছা?

সম্পূর্ণ, ভুত আপনার সেই বেহাটি।

সুশীলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন "আমার বেহারা, কি সর্ব্বনাশ, এ যে সেই।"

দারোগা বাবু বেহারার মুখে জল দিলেন, আলোক ধরিয়া দেখিলেন গুলি তাহার পঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সুশ্রুষার পর তাহার জ্ঞান হইল। বেহারা সকলকে দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া বলিল "আমি এখনও মরি নাই।"

দারোগা বাবু বলিলেন "না, তাহার বিলম্ব আছে।"

ভালই হইয়াছে। আমাকে সকল কথা বলিতে দিন, "আমি পাপের বোঝা হাল্‌কি করিয়া ফেলি।"

বল,—কিন্তু সব আগে বল নিখিল কোথায়?

এই বাটীতেই ত ছিল।"

ডিটেক্‌টিভ বাবু তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধানে গেলেন, এক হাতে বাতি, অপর হাতে রিভল্‌ভার। সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন কিন্তু কেহই নাই।

ডিটেক্‌টিভ বাবু ফিরিয়া বলিলেন "ফেরার।"

দারোগা বাবু বিমর্ষ হইলেন।

বেহারার আবার জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, দারোগা বাবু তাহার ক্ষতস্থান দিয়া যাহাতে বেশী রক্তপাত না হয় তজ্জন্য তথায় আপনার চাদরখানি বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন।

সুশীলা-সুন্দরী বলিলেন "বেহারা কি মারা গেল?"

খুব সম্ভব। সে যাহা হউক সমস্ত ঘটনা বলুন দেখি?

আমাকে ডাউনের তুলিয়াই, চোখ মুখ বাঁধিয়া দিল, অনেক দূর আসিয়া তীরে নামাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।"

কে কে ছিল।

তাহাদের কাহাকেও চিনি না, সেই অবস্থাতেই আমাকে একটী গাড়ীতে উঠাইল, তাহার পর এই ঘরে আসিয়াছি।" এই বলিয়া আদ্যোপান্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিলেন।

"দন্দিনী অবস্থায় আপনার ঘরে যে পুরুষটী ছিল সে কে?"

অন্ধকারে স্পষ্ট চিনিতে পারি নাই।

তার পর ?

আমার হাতে রিভল্‌ভার ছিল বলে পাষণ্ডেরা আমায় স্পর্শ কর্‌তে পারে নাই, নতুবা আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তো। আমি হাতের পিস্তল ছাড়িনি বলেই ভুতের ভয় দেখায়। জানিনা কেন ভয় পেলাম, আর অজ্ঞান হলাম। আপনারা না আসুলে আমায় অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে হাতের রিভল্‌ভার কেড়ে নিত— আমার সর্ব্বনাশ করতো—তার পর প্রাণে মার্‌তো।।

এমন সময় বেহারার আবার জ্ঞানের উদ্রেক হইল।

বেহারা বলিল "জল।"

দারোগা বাবু জল দিলেন।

বেহারা জল পান করিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। সুশীলার দিকে চাহিয়া বক্ষ দিয়া শতধারে বারিধারা বহিল, বলিল 'মা, তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে গিয়েই আমার এই অবস্থা। পাপিষ্ঠ কত আশা দিয়ে ছিল তাই ধর্ম্ম ভুলিয়া ছিলাম, তাই সয়তান রূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল, এ মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমার দয়া ভিন্ন হবে না।"

সুশীলা। আমি তোমায় মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু অকপট চিত্তে সব কথা খুলিয়া বল।

বেহারা। আমি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় চাকরী করিতে আমি আসিয়াই চাকরী পাই। শচীন্দ্র বাবু আমায় বাহাল করেন। পূর্ব্বে খোরাক পোষাক ও বেতন দিতেন, কিন্তু মেশে থাকা অবধি শুধু বেতন ৯৲ টাকা করিয়া পাইতাম। সঙ্গ দোষে কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে একটু

মদ খাইতে শিখি। একদিন শুঁড়ি-খানায় মদ খাইতেছি এমন সময় একটী বাবু আমায় ডাকিয়া মদ দিলেন, তিনি প্রত্যহ সন্ধার সময় আসিয়া আপনিও মদ খাইতেন আমাকেও দিতেন; শেষে টাকা কড়িও দিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার গোলাম হইয়া পড়িলাম। ঝি-চাকরের কি অভ্যাস যে বক্‌সিস পাইলে মনিবের কাজ ফেলিয়া তাঁর কাজ করে। তাই বাবুটীর প্রতি আমার ভক্তি বাড়িয়া গেল।—বাবুটীর নাম নিখিল নাথ।

এত যে অনুগ্রহ ইহার জন্য আমার বিশেষ কিছু করিতে হইত না, কেবল শচীন্দ্র বাবুর নামে যে সকল চিঠি পত্র আসিত সেগুলি একবার তাঁহাকে দেখাইতে হইত। শেষে দিদিমণির বাপ মারা গেলে শচীন বাবু আমায় তাঁর কাছে রাখিয়া দেন।

একদিন নিখিল বাবু আমায় শচীন্দ্রকে হত্যা করিবার কথা বলেন। আমি ভয়ে কাঁটা কিন্তু তাঁর মিষ্ট কথা আর উৎসাহবাক্য শুনে স্বীকার হলেম, কিন্তু পারলাম না। কত দিন চেষ্টা করলাম, এই মারি মারি কিন্তু হাত উঠিল না। শেষে তাঁর বাড়িতে নিখিল বাবু তাঁকে শেষ করলেন। আমি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। উপরে দুজনায় গেলাম, নিখিল বাবু গুলি করিলেন, গুলি করিয়াই সঙ্গে কোন কাগজ পত্র আছে কিনা দেখিয়া লইলেন। তাড়াতাড়িতে হাজার টাকার নোট খানা পকেটের বাহিরে পড়িয়া গেল।

আমি অমনি সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, নিখিল বাবুর আসিলেন, পূর্ব্ব হইতেই দরজা বাহির দিক হইতে বন্ধ

করিবার ঠিক কয়া ছিল, দরজা বন্ধ হইল, আমি রিভলভারটী লইয়া সরিয়া পড়িলাম। রিভলভারটী রামসদর বাবুর চাকর আমায় দেয়, সে আমার ভগ্নিপতি। আমি রিভলভারটী তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া নিখিল বাবুর প্রদত্ত ৫টী টাকা তাহাকে দিলাম। তার পর আর আমার বড় কিছু করতে হয়নি, কেবল একদিন আপনার নিকট দিদিমণির নানা কুৎসা করি। সেও নিখিল বাবুর শিক্ষামত। তার পর বজ্‌রা থেকে দিদিমনিকে চুরি করাবার দুদিন আগে আমায় সরতে বলেন, আমি ছুটি নিয়ে যাই—কিন্তু বাটি না গিয়ে নিখিল বাবুর বাসায় যাই। বাসা ভিম ঘোষের গলিতে ছিল।

দারোগা বাবু; বলিলেন "বজরা থেকে চুরি কর্‌তে কে কে যায়?

বেহারা। তা জানি না।

বেহারা আবার বলিতে লাগিল, কিছু দিন পরে বাবু বলিলেন একটা মেয়ে ঠিক কর্‌তে হবে যে খুব চালাক হবে আর সুশীলার হয়ে একখানা দলিল রেজিষ্ট্রী করে দেবে। আমায় সে জন্যে ৫০৲ টাকা দিলেন, আমি টাকা নিয়া বাবু সেজে পড়লাম। এই সময় আমরা কাশী যাই। কাশীতে অবিনাশ বাবুকে দেখে বাবুর সঙ্গে তার আলাপ করে ছিলাম। কেননা জানতাম যে টাকা পেলে অবিনাশের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হয় ত অনেকেরই থাকে না। তা ছাড়া তার সৌদামিনী বিবির সঙ্গে একটু ভাব ছিল। তাই তাকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করাই আমার অভিপ্রায়। যাই হোক আমার চেষ্টা সফল হলো। মাকড়সা জালে পড়্‌ল কিন্তু নিখিল বাবুর ঠিক চেহারা সে দেখ্‌লে না।

দাড়ি পরা বেনামা বরদা বাবুর সঙ্গে আলাপ হলো। শেষে সেই অবিনাশ বাবুর দ্বারা সৌদামিনী বিবিকে বশ করে রেজিষ্ট্রী কাজ সাফ হলো।

কিন্তু তাতেও সব শেষ হলো না। সুশীলাকে শেষ না করলে আমাদের বা চায়া নাই। কিন্তু সুশীলা এমনি ভাবে রিভলভার হাতে করলে যে কার সাধ্য তার সামনে যায়, তাই ভূত সেজে তাকে ভয় দেখিয়ে রিভল্ভার কেড়ে নিতে এসে ছিলাম। কাজও শেষ হয়েছিল. তার হাত থেকে রিভলভার নিই আর কি, এমন সময় আপনি আমায় গুলি করলেন। তা না হলে সুশীলা এতক্ষণ পরলোকে যেতেন। বাগানে গর্ত্ত-কাটা ঠিক হয়ে আছে তাতে পুঁতে ঘাসের চাপটা দিয়ে ঢেকে আমরা এই রাত্রেই এ বাড়ী ছেড়ে উড়ে পরতাম।

"তার পর কি হতো?"

সুশীলার বিষয় দখল হতো, কোম্পানির কাগজ পাওয়া যেত। সুশীলা বিলাত গেছে এই কথাই প্রমান হতো।—বিক্রিও সাব্যস্ত হতো। বড় বড় উকীলে এই মত দিয়ে ছিলেন।"

দারোগা বাবু অতি প্রত্যুষে বাগানে যাইয়া দেখিলেন সত্য সত্যই সুশীলাকে কবরস্থ করিবার গর্ত্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া গোযানে করিয়া বেহারাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

———:০:———

উপসংহার।

দারোগা বাবু, ডিটেকটিভ বাবু ও সুশীলা-সুন্দরী সহ একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কতদূর গিয়াছেন মাত্র এমন সময় একটি মাঠের ধারে দেখিলেন অনেক লোক জমা হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া শুনিলেন, একটী লোককে রাত্রে সাপে কামড়াইয়া ছিল, এখন সে মর-মর। সবিস্ময়ে দেখিলেন লোকটী নিখিল নাথ। নিখিল নাথের তখন জ্ঞান নাই। সুতরাং ঘোর সঙ্কট সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার কোন ভীতি উৎপাদন করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার জীবনরবি অস্তমিত হইল। দারোগা বাবু লাস চালান দিয়া আবার রওনা হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন কোন পুণ্যবলে এই পাপাত্মা ফাসী হইতে বাঁচিল। সুশীলা ভাবিলেন শাস্তি যথেষ্টই হইয়াছে! কিন্তু তাহাতে ফল কি? তাঁহার যে নির্য্যাতন হইয়া গেল তাহার তুলনা কোথায়?

সুশীলা-সুন্দরী শচীন্দ্র নাথের বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। ব্যাঙ্ক হইতে ৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকা মায় সুদ কোম্পানির কাগজ পাইলেন। কিন্তু পাওয়াই সার। পাইয়াও কোন সুখ হইল না অনেকে অর্থশালিনী সুশীলা-সুন্দরীর পাণিগ্রহণ প্রার্থী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুশীলা তাহাতে

নত করেন নাই। সুশীলা রামসদয় বাবুর আশ্রয়েই ছিলেন, তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু বেশী দিন জীবিতা ছিলেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে দান করিয়া যান। মণিক অজি নিযুক্ত হন রামসদয় বাবু।

সমাপ্তঃ।